ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-236 ■ 28 May, 2026 ■ আগরতলা ২৮ মে, ২০২৬ ইং ■ ১৩ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত সাংবিধানিক ও আইনগত ভাবে বৈধ ঃ সুপ্রিমকোর্ট

লখনউ, ২৭ মে (আইএএনএস) ।। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট-এর রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন একাধিক ইসলামি ধর্মীয় নেতা। তাঁদের বক্তব্য, দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেওয়ার পর এখন আর নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তির কোনও কারণ নেই।

বুধবার সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ভোটার তালিকার এসআইআর প্রক্রিয়া চালানোর ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন-এর সিদ্ধান্ত সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বৈধ। আদালতের মতে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রায়কে স্বাগত জানিয়ে মাওলানা শাহাবুদ্দিন রাজভী বেরেলভী রহ বলেন, সম্প্রতি অসম, পশ্চিমবঙ্গ, পুদুচেরি, কেরল এবং তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচন নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করেছে।

তাঁর বক্তব্য, ভোটার তালিকাকে "পরিষ্কার ও নির্ভুল" রাখতে এসআইআর অত্যন্ত জরুরি, কারণ

অনেক ভোটার হয় মারা গিয়েছেন, নয়তো অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছেন।

তিনি আইএএনএস-কে বলেন, "এখানে নির্বাচন কমিশনের কোনও গাফিলতির প্রশ্নই ওঠে না। কারও আপত্তিরও কোনও ভিত্তি নেই।" অন্যদিকে মাওলানা মির্জা মোহাম্মদ ইয়াসুব আব্বাস বলেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, "যখন বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে ওঠে, তখন তা সুপ্রিম কোর্টে যায়। আদালত এখন এর বৈধতা স্বীকার করেছে।

তাই এই রায় নিয়ে আর মন্তব্য করার অর্থ নেই।"

তাঁর আরও বক্তব্য, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় নিয়ে আপত্তি তোলা মানে দেশের বিচারব্যবস্থাকেই প্রশ্ন করা।

উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী-র বেঞ্চ জানিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়া জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর কোনও বিধি লঙ্ঘন করেনি। আদালতের মতে, সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ এবং আরপিএ আইনের ২১(৩) ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের এমন পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা রয়েছে।

চালু 'মিশন কুইন আনারস' প্রকল্প

কুইন আনারস বদলাবে ত্রিপুরার কৃষি ও অর্থনীতি ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে ।। ত্রিপুরার বিখ্যাত জিআই-স্বীকৃত 'কুইন আনারস'-কে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিষ্ঠিত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে শুরু করল ২৩৬ কোটি টাকার উচ্চাভিলাষী 'মিশন কুইন আনারস, ত্রিপুরা' প্রকল্প। তিন বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য রাজ্যের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, আনারস চাষের আধুনিকীকরণ এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

বুধবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি এই প্রকল্পের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় ডোনার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালভাবে যোগদানকারী আনারস চাষী, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং বিনিয়োগকারীসহ অংশীজনদের উদ্দেশে শ্রী সিন্ধিয়া বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদৃষ্টির অধীনে ত্রিপুরার কৃষি শক্তি বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক ব্র্যান্ডে রূপান্তরিত হচ্ছে।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন যে, এর উদ্দেশ্য কেবল ফসল চাষ করা নয়, বরং কৃষকদেরকে উৎপাদন ও সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্র্যান্ডিং, প্যাকেজিং এবং রপ্তানি পর্যন্ত সমগ্র মূল্য শৃঙ্খল জুড়ে সক্রিয় অংশীদার হতে সক্ষম করা।

মিশনের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিয়ে শ্রী সিন্ধিয়া বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হলো খামার থেকে বিশ্ববাজার পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ মূল্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা বার অ্যাসোর নির্বাচন ১৩ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে ।। আগামী ১৩ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। আদালত চত্বরে আইনজীবীদের মধ্যে নির্বাচনী উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

জানা গেছে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ২৯ মে। নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসারের কাছে সুশৃঙ্খলভাবে আইনজীবীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন। বুধবার পর্যন্ত মোট ১৫ জন আইনজীবী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। রিটার্নিং অফিসার আশা প্রকাশ করে জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশ ও বিভিন্ন রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বদের

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনের আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে ।। দেশের ৫১ শক্তি পীঠের অন্যতম হলো আমাদের রাজ্যের উদয়পুরস্থিত মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির। রাজ্যের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই মন্দিরের গুরুত্ব অপরিসীম। ত্রিপুরার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক পর্যটনকে জাতীয় পর্যায়ে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য সদস্যাগণ, দেশের প্রত্যেকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্যপাল, লেফটেন্যান্ট গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির পরিদর্শনের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, ৫ শতাব্দীরও বেশি সমৃদ্ধ ইতিহাস বহনকারী এই মন্দির রাজ্যের গৌরবময় ঐতিহ্য, ভক্তি, বিশ্বাস ও সম্প্রীতির এক চিরন্তন প্রতীক। প্রতি বছর দেশ-বিদেশ থেকে শ্রদ্ধালুগণ এই পবিত্র তীর্থস্থানে এসে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। মন্দিরের শান্ত-নিবিড় পরিবেশ, আধ্যাত্মিক আবহ এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পাশাপাশি দীপাবলি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী দেওয়ালী মেলায় প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে যা বর্তমানে রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত সরকারের প্রসাদ প্রকল্পে সম্প্রতি মন্দির ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও সৌন্দ্যার্যায়ন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন শীর্ষ নেতৃত্বদের এই পবিত্র তীর্থস্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে একদিকে যেমন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রদ্ধালুর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে, পাশাপাশি পর্যটন মানচিত্রে ত্রিপুরার বিশেষ স্থান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও ত্বরান্বিত হবে।

সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন কাশিপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে ।। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কাশিপুর কোঅপারেটিভ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে বুধবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন স্থানীয়রা।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, অল্প বৃষ্টি হলেই পুরো এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ পরিবারের সদস্যদের প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। জল জমে যাওয়ার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াত থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে বের হওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, সমস্যার সমাধানের জন্য একাধিকবার সংশ্লিষ্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জের আবাসিক সেন্টার থেকে পালালো তিন নাবালিকা

চরম অব্যবস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ মে ।। বিশ্রামগঞ্জের সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারকে ঘিরে সামনে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ। প্রশাসনের নিরাপত্তায় রাখা তিন নাবালিকা রাতের অন্ধকারে কেন্দ্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেন্টারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আবাসিকদের প্রতি আচরণ নিয়ে উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। অভিযোগ, সেন্টারে নাবালিকাদের ঠিকভাবে খাবার দেওয়া হতো না এবং দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকতে হতো তাদের। স্থানীয় সূত্রের দাবি, অমানবিক পরিবেশ ও অবহেলার শিকার হচ্ছিল ওই নাবালিকারা। সেই অসহায় পরিস্থিতির জেরেই তারা পালানোর সিদ্ধান্ত নেয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, গভীর রাতে প্রথমে তালা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসে তিন নাবালিকা। পরে কাপড় জোড়া লাগিয়ে ওয়ালের উপর দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাংসদ বিপ্লব দেবের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে ।। দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সাক্ষাৎকালে দুদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে খবর।

সাক্ষাৎকালে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত সহযোগিতা, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও মতবিনিময় করেন দুই নেতা।

জাল নোট ও নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার শিক্ষক, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে ।। খোয়াই জেলায় এক শিক্ষকের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ জাল নোট ও নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত কার্তিক দেবনাথ (৪০) পেশায় একজন শিক্ষক। তাঁর বাড়ি খোয়াই থানার পশ্চিম সোনাতলা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই খোয়াই ও কল্যাণপুর এলাকার বিভিন্ন বাজারে জাল নোট চালানো এবং মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বুধবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ ঈদ-উল-জুহা

রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে ।। ঈদ উল জোহা (বকরিদ) উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন, "ঈদ উল জোহা (বকরিদ) হচ্ছে আনুগত্য ও ত্যাগের উৎসব। এটি ইসলামের অন্যতম পবিত্র উৎসব এবং বিশ্বজুড়ে উদযাপিত দুটি ইসলামিক উৎসবের মধ্যে দ্বিতীয়। এই দিনটি মুসলমানদের জন্য হজ সম্পন্ন হওয়ারও প্রতীক। ঈদ উল জোহার একটি অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো কোরবানি। যার অর্থ উৎসর্গ। এদিন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নতুন পোশাক পরে মসজিদে গিয়ে প্রার্থনা করেন এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। এই উৎসব রাজ্যের মানুষের মধ্যে আনন্দ, ভালোবাসা, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বয়ে আনুক।"

এদিকে, ঈদ-উল-জোহা (বকরিদ) উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণ সহ সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে বিভিন্ন খাবারের দোকানে স্বাস্থ্য দপ্তরের হানা, মিলল অনিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে ।। আগরতলা শহরের বিভিন্ন খাবারের দোকান ও মিষ্টির প্রতিষ্ঠানে বুধবার অভিযান চালাল পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অধীন ফুড সেফটি টিম। অভিযানে একাধিক দোকানে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

বুধবার স্বাস্থ্য দফতরের ফুড সেফটি টিম আগরতলার একাধিক পরিচিত খাবারের দোকানে পরিদর্শন চালায়। এরমধ্যে ছিল মিঠাই, লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি সংলগ্ন জয় গোপাল মিষ্টান্ন সহ শহরের আরও বেশ কয়েকটি সুপরিচিত মিষ্টির দোকান। অভিযানে রান্নাঘর, খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্যাকেটজাত খাদ্যসামগ্রী পরীক্ষা করা হয়। পরিদর্শনের সময় কিছু দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ ও ব্যবহারের অভিযোগ সামনে আসে। পশ্চিম জেলার সিএমও অফিসের কর্মকর্তা ড. অমর্ত্য দেবনাথ জানান, অভিযানে বেশ কিছু অনিয়ম নজরে এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রীও পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট দোকানগুলির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকগণ।

সাধারণ মানুষের দাবি, নিয়মিত নজরদারি ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে শহরের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং ভোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।

জাগরণ আগরতলা, ২৮ মে, ২০২৬ ইং
১৩ জৈষ্ঠ্য, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ইবোলা আতঙ্ক, সতর্কতা জারি

করোনার পর ফের ভাইরাস আতঙ্ক। এবার আশঙ্কা তৈরি হইতেছে ইবোলা ভাইরাস নিয়া। আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এই ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়াবার ফলে চিন্তায় রহিয়াছে ভারত। যদিও এখনও পর্যন্ত ভারতে এই ভাইরাসের কোনো রোগীর খোঁজ মেলেনি। জানা গিয়াছে, উগান্ডা থেকে সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে ফেরা এক ব্যক্তিকে আইসোলেশনে রাখা হইয়াছে। শরীরে হালকা ব্যথার উপসর্গ দেখা দেওয়ায় ওই ব্যক্তিকে সরকারি এপিডেমিক ডিজিজেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল কতৃপক্ষ মারফত জানা গিয়াছে সেই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। সতর্কতা বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে আলাদা করিয়া পর্যবেক্ষণে রাখা হইয়াছে। দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হইয়াছে ইবোলা ভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার জন্য ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিতে পাঠানো হইয়াছে। এছাড়াও
বেঙ্গালুরুতে ইবোলা ভাইরাস নিয়া যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হইয়াছে, তাহা নিয়া আতঙ্কিত না হইয়া সচেতন থাকা জরুরি। সম্প্রতি আফ্রিকা বিশেষ করে উগান্ডা ও কঙ্গো থেকে আগত যাত্রীদের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং কর্নাটক সরকার অত্যন্ত তৎপরতার সাথে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।সবচেয়ে স্বস্তির খবর হইলো, এখনও পর্যন্ত ভারতে কোনো নিশ্চিত ইবোলা আক্রান্তের খোঁজ মেলেনি। বেঙ্গালুরুর "এডেমিক ডিজিজেস হাসপাতালে" উগান্ডা থেকে আসা এক ২৮ বছর বয়সী নারীকে হালকা শরীর ব্যথার কারণে আইসোলেশনে রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহার টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ আসিয়াছে। প্রোটোকল অনুযায়ী তাঁহাকে আরও কিছু সময় পর্যবেক্ষণে রাখা হইবে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি আফ্রিকার কিছু অংশে ইবোলার প্রাদুর্ভাবকে আন্তর্জাতিক উদ্বেগের কারণ হিসেবে ঘোষণা করিয়াছে। এর ফলে ভারত সরকার আগেভাগেই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়াছে যাহাতে কোনোভাবেই দেশে ভাইরাসটি প্রবেশ করিতে না পারে।বিশেষ করিয়া আফ্রিকা এবং ইবোলা-প্রভাবিত দেশগুলো থেকে আসা যাত্রীদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে কড়া স্ক্রিনিং করা হইতেছে।আক্রান্ত দেশগুলো থেকে আসা ব্যক্তিদের ভারতে পৌঁছানোর পর ২১ দিন নিজেদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিতে এবং কোনো উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে স্বাস্থ্য বিভাগকে জানাতে বলা হইয়াছে।বেঙ্গালুরুর "রাজীব গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ চেষ্ট ডিজিজেস" সহ মেঙ্গালুরুর বেশ কিছু সরকারি হাসপাতালে বিশেষ আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।যেকোনো সন্দেহভাজন রোগীর রক্তের নমুনা পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি-তে পরীক্ষার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।এটি একটি ছোঁয়াচে এবং মারাত্মক রোগ যাহা আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের তরল পদার্থ রক্ত, লালা, ঘাম ইত্যাদির সংস্পর্শে ছড়ায়। তবে সাধারণ মানুষের এখনই এটি নিয়া আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নাই, কারণ প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। যেকোনো গুজবে কান না দিয়া সরকারি স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মানিয়া চলাই শ্রেয়।

তীব্র গরমে অন্যকে এক গ্লাস জল দিন, এই মানবিকতা অনেক দূর যায়: মোদী

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (আইএএনএস): দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি এই গরমে অন্যদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। তাঁর আবেদন, বাইরে বেরোনোর সময় জল সঙ্গে রাখুন এবং সম্ভব হলে অন্য কাউকে এক গ্লাস জল দিন।
বুধবার সমাজমাধ্যম 'এক্স'-এ প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "ভারতের বিভিন্ন অংশে তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে এবং তার সঙ্গে নানা সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। এই তীব্র গরম আমাদের সকলের জন্যই কষ্টকর। তাই যতটা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ করছি। শরীরে জলের ঘাটতি হতে দেবেন না, বাইরে বেরোলে অবশ্যই সঙ্গে জল রাখুন। অন্য কাউকে এক গ্লাস জল দিন। এমন আবহাওয়ায় এই ধরনের মানবিকতা অনেক দূর যায়।"
এদিকে, আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন দিল্লি-এনসিআর এলাকায় তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৮ ডিগ্রির আশপাশে।
আবহাওয়া দফতর 'হিটওয়েভ'-এর সতর্কতা জারি করেছে। পাশাপাশি দুপুর ও সন্ধ্যায় গরম এবং জোরালো হাওয়া বইতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। বুধবার বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ২৫ শতাংশ থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস।
মানুষকে দুপুরের চরম গরমের সময় অযথা বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পর্যাপ্ত জলপান এবং সরাসরি রোদ এড়িয়ে চলারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
তবে ২৮ মে থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। ওই দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দুপুর এবং সন্ধ্যায় হালকা বৃষ্টি ও ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ২৯ মে থেকে আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সেই সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ ও বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।
আবহাওয়াবিদদের মতে, মে মাসের শেষ সপ্তাহে উত্তর, মধ্য এবং পূর্ব ভারতে ঝড়, ধুলোঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ এবং বৃষ্টির যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তা মূলত প্রাক-বর্ষার কার্যকলাপের অংশ। এর ফলে আগামী কয়েক দিনে তীব্র গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে।

পিনারাই বিজয়নের বাড়িতে ইডি তল্লাশির পর উত্তেজনা, হামলার অভিযোগ সিপিএম কর্মীদের বিরুদ্ধে

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ মে (আইএএনএস): কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের ভাড়াবাড়িতে ইডি-র তল্লাশিকে ঘিরে বুধবার তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। তল্লাশি শেষ হওয়ার পর তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের বহনকারী গাড়িবহরে হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং নিরাপত্তারক্ষী, চালক ও কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন বলে জানা গিয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তল্লাশি চলাকালীনই বাড়ির বাইরে বহু সিপিএম কর্মী ও সমর্থক জড়ো হয়েছিলেন। ইডি আধিকারিকদের গাড়িবহর এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভকারীরা তাদের পথ আটকে দেয়। অভিযোগ, লাঠি এবং পাথর দিয়ে গাড়িগুলির কাচ ভাঙচুর করা হয়। ঘটনায় ইডি-র সঙ্গে থাকা তিনটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
হামলায় ইডি-র গাড়িচালকদের একজনের চোখে আঘাত লাগে। ভাঙা কাচের টুকরো তাঁর চোখে ঢুকে যায় বলে অভিযোগ। আরও এক চালকও আহত হন। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে কয়েকজন পুলিশকর্মীও সামান্য আহত হন বলে খবর।
যদিও হামলার মধ্যেই কোনওভাবে ঘটনাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন ইডি আধিকারিকরা।

বাঁশের যেসব উপকারিতার কথা আছে

সানজানা চৌধুরী

বাঁশ। বাংলাদেশে এই শব্দটাই বেশ সংবেদনশীল এবং নেতিবাচক উপমায় ব্যবহার হয়। তবে আপনি কি জানেন এই বাঁশ পরিবেশ রক্ষায় কতোটা ভূমিকা রাখছে? এর অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য উপকারিতা কতোটা? টমাস আলভা এডিসন যে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেছিলেন সেটার মধ্যেও কিন্তু বাঁশের ফিলামেন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। জেনে নিন বাঁশের এমন নানা উপকারিতার কথা।
বাঁশ কোনো গাছ নয়- বাঁশ কোনো গাছ নয়। এটি মূলত এক ধরণের ঘাস এবং চীর সবুজ বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ যা নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে জন্মায়।
পৃথিবীতে ৩০০ প্রজাতির বাঁশ রয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ৩৩ প্রজাতির বাঁশ সংরক্ষণ করেছে। এরমধ্যে রয়েছে মুলি, তল্লা, আইক্কা, ছড়িসহ নানা প্রজাতির বাঁশ।
জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক রিপোর্ট অনুযায়ী, বাঁশের প্রজাতি ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে, প্রথম স্থানে আছে চীন। চীনের সভ্যতায় বাঁশকে শুভশক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। একারণে চীনা সংস্কৃতির সর্বত্র রয়েছে বাঁশের ব্যবহার। তারা মনে করে বাঁশ নেগেটিভ এনার্জিকে প্রতিহত করতে পারে।
খাদ্য- খাদ্য হিসেবেও বাঁশ ব্যবহৃত হচ্ছে। পুষ্টি উপাদান ও মুখরোচক স্বাদের জন্য পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের কাছে খাবার বাঁশ কোড়ল নামে পরিচিত। এর তৈরি স্যুপ, সালাদ, তরকারি বেশ জনপ্রিয়। সাধারণত বাঁশের অঙ্কুরোদগম হওয়ার পর চার থেকে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত যে কচি বাঁশ হয় সেটাই রান্না করে খাওয়া যায়।
আবার বাঁশ পাতা দুধ টাটকা রাখতে এবং চায়ের মধ্যে দিয়েও খাওয়া যায়। পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন, রান্না করা বাঁশে ফাইবার, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, পটাসিয়াম, ভিটামিন ই, আয়রন পাওয়া যায় যা শরীরকে চাঙ্গা রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ করে।
খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে বাঁশ হার্টের জন্য ভালো। ফাইবার থাকায় এটি কোষ্ঠকাঠিন্যে উপশম দেয় এবং হজমশক্তি বাড়ায়।
এটি খাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধা লাগে না ফলে ওজন কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তবে বাঁশ কাঁচা বা বাসি অবস্থায় খাওয়া যাবে না কারণ এতে পেটে সমস্যা হতে পারে। বাঁশের কোড়ল সূর্যালোক থেকে দূরে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। আবার বাঁশের পাতা উত্তম গোখাদ্য।
প্রাকৃতিক এসি- প্রকৃতি-পরিবেশ ও প্রাণ রক্ষায় বিশেষ করে, দুর্যোগ মোকাবেলা, পাহাড় ধস, ভূমি ক্ষয়, নদী ভাঙ্গন রোধসহ জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় বাঁশের ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না। ওয়ার্ল ব্যাম্বু অর্গানাইজেশনের তথ্যমতে, বাঁশ অন্যান্য গাছগাছালির চেয়ে বেশি অক্সিজেন উৎপাদন করে আর বেশি মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। ফলে বাতাস বিশুদ্ধ থাকে। বলা হয় বাঁশঝাড় আশেপাশের তাপমাত্রাকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত ঠান্ডা রাখতে সক্ষম। ফলে এটা অনেকটা প্রাকৃতিক এয়ার কন্ডিশনার হিসাবে কাজ করে। এছাড়া তীব্র রোদ থেকে লম্বা লম্বা বাঁশঝাড় ছায়াও দিয়ে রাখে।
মাটি রক্ষা- বাঁশ গাছের শেকড় ছড়ানো থাকায় এটি মাটি ভাঙন রোধ করে, মাটির ঢালকে মজবুত করে, ফলে পাহাড় ধস ঠেকানো যায়, ভারী ধাতু শোষণ করে মাটির ক্ষয় রোধ করে, বিভিন্ন বন্যপ্রাণী আশ্রয় নিতে পারে। এক কথায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ঠেকাতে বাঁশের গুরুত্ব রয়েছে।

নির্মাণ- বাংলাদেশে বছরে শুকনো বাঁশের চাহিদা অন্তত ১০ লাখ টন। এরমধ্যে নির্মাণকাজে সবচেয়ে বেশি বাঁশের প্রয়োজন। চাহিদা থাকায় চাঁদপুর, সিলেট ও কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জেলায় বাঁশের বাণিজ্যিক আবাদ হচ্ছে।
বাংলাদেশের গ্রামে উন্নত বাড়িঘর নির্মাণে বাঁশ বেশ টেকসই উপাদান। বিশেষ করে কাঁচা বাড়ির ভিত দেয়াল ও ছাদ তৈরিতে বাঁশের পাটাতন ও ফ্রেম ব্যবহার হয়। বাঁশের পাতায় ঘরের ছাউনি হয়। আবার পাহাড়ি এলাকায় বাঁশ দিয়েই তোলা হয় মাচার ঘর। গ্রামের লোকজন ছোট খাল পার হতে স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁশ দিয়ে সেতু বানিয়ে থাকেন। কারণ অল্প টাকায় এর চাইতে মজবুত ও টেকসই সেতু গড়া সম্ভব না। এছাড়া বেড়া তুলতে বা বন্যার সময় আশ্রয়ের জন্য মজবুত মাচা তুলতেও বাঁশ লাগে।
দুর্যোগ থেকে রক্ষা- ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকেও বসত-ঘরকে রক্ষা করে বাঁশ। এ কারণে গ্রামে বসতবাড়ির পাশে বাঁশঝাড় দেখা যায়।
জাপানে প্রচুর বাঁশের ঘর দেখা যায়। কারণ এসব ঘর ভূমিকম্প সহনীয়। ভূমিকম্পের সময় বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নেয়া সবচেয়ে নিরাপদ। বস্ত্র ও কাগজ শিল্পে ব্যবহার- সুতা ও কাগজ তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার অনেক আগে থেকে হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বাঁশের তন্তু দিয়ে টুপি, স্কার্ফ, গ্লাভস, মোজা ও প্যান্ট তৈরি হচ্ছে।
সেইসাথে বিভিন্ন ধরণের কাগজ, টয়লেট পেপার তৈরিতেও ব্যবহার হচ্ছে বাঁশ।
নিত্য ব্যবহার্য পণ্য- নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্য: আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্র, রান্নাঘরের বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চাঁটাই, প্লেট, বাটি, চামচ, স্ট্র সেইসাথে কৃষি সরঞ্জাম, তোরণ, প্যান্ডেল তৈরি, ল্যাম্প, জামাকাপড়ের হ্যাঙ্গার, ল্যাপটপের কেসিং, ইত্যাদি নানা ধরণের পণ্য বানাতে বাঁশ দরকার হয়। বাঁশের তৈরি হস্তশিল্প পরিবেশবান্ধব, যা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। এগুলো সাধারণত দামে সস্তা হয় আবার রপ্তানি করে আয়ের সুযোগও থাকে।
প্রসাধনী- বাঁশের মধ্যে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ থাকায় এটি এখন শ্যাম্পু, ক্রিমসহ নানা ধরণের প্রসাধনীসহ পোকামাকড় প্রতিরোধকের মতো পণ্য তৈরিতেও ব্যবহার হচ্ছে। যত্ন ছাড়াই উপকার- এতো উপকারী এই উদ্ভিদের বিশেষ কোনো যত্নের প্রয়োজন হয় না। এটি যেকোনো পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে মাঝে মধ্যে পানি দিলেই হয়। বাঁশ খুব দ্রুত বড় হয়। চারা রোপণের পর পাঁচ বছরেই পূর্ণাঙ্গ বাগানে পরিণত হয়। বাঁশ গাছ সাধারণত একত্রে গুচ্ছ হিসেবে জন্মায়। এক একটি গুচ্ছে ১০-৮০ টি বাঁশ গাছ থাকতে পারে। এসব গুচ্ছকে বাঁশঝাড় বলে। কিছু প্রজাতির বাঁশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩৬ ইঞ্চি বৃদ্ধি পায়। এর মানে প্রতি ৪০ মিনিটে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ বড় হয়। তাই বাঁশ যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। নিয়মিত কেটে পরিষ্কার করতে হবে।
দ্রুত বাড়ার কারণে বাঁশঝাড় বিক্রি করে ভালো উপার্জনের সুযোগ থাকে। অনেকে আবার বাড়ির ভেতরের বাতাস বিশুদ্ধ রাখতে বাঁশের চারা লাগিয়ে থাকেন।
চাইলে এটি বাগানের মাটিতে রোপণ করা যেতে পারে বা একটি পাত্রে সাজানো যেতে পারে। কিছু প্রজাতির বাঁশ গাছ শুধু জলে রাখলেই হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে যেভাবে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক সীমান্ত একটি

সৌতিক বিশ্বাস

ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে অস্থিতিশীল "ডি ফ্যাক্টো সীমান্তের" নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর যারা বসবাস করেন, তাদের টিকে থাকতে হয় ভঙ্গুর শান্তি ও সংঘাতের মাঝে। পহেলগাম হামলার পর সাম্প্রতিক উত্তেজনা ভারত ও পাকিস্তানকে আরও একবার খাদের একেবারে কিনারে নিয়ে এসেছে। নিয়ন্ত্রণরেখার দু'পাশে গোলাবর্ষণে সেখানকার বাড়ি-ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, আর জীবন পরিণত হয়েছে "পরিসংখ্যানে"।
দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষে ভারতে কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, অন্যদিকে পাকিস্তানের দাবি, দেশটিতে ৪০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। তবে গোলাবর্ষণের কারণে ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা এখনো অস্পষ্ট।
কানাডায় বসবাসরত পাকিস্তানি লেখিকা আনাম জাকারিয়া বিবিসিকে বলেন, 'নিয়ন্ত্রণরেখায় থাকা পরিবারগুলোকে ভারত ও পাকিস্তানের খেয়ালখুশি এবং (দুই দেশের মধ্যে) উত্তেজনার শিকার হতে হচ্ছে।'
পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীর নিয়ে একটা বই লিখেছেন তিনি। আনাম জাকারিয়ার কথায়,
'প্রতিবার গুলি চলা শুরু হলে অনেকে বাঙ্কারে ঢুকে পড়েন, গবাদি পশু ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, অবকাঠামো - বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুলও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই পরিস্থিতি এবং অস্থিরতা তাদের দৈনন্দিন বাস্তবতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।'
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ৭৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার বিস্তৃত ইন্টারন্যাশানাল বর্ডার বা আন্তর্জাতিক সীমান্তসহ ৩,৩২৩ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে যুদ্ধবিরতি রেখা হিসাবে তৈরি হয়েছিল নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং ১৯৭২ সালের "সিমলা চুক্তি"র অধীনে তার নামকরণ করা হয়।
ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই কাশ্মীরকে সম্পূর্ণভাবে দাবি করলেও তারা তা আংশিকভাবে শাসন করে। কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে নিয়ন্ত্রণ রেখা, যা বিশ্বের সবচেয়ে সামরিক সংঘাতের সীমান্তগুলোর মধ্যে একটা। এই অঞ্চলে সংঘাত কখনো "পিছিয়ে থাকে না"। সেখানে যুদ্ধবিরতি ঠিক ততটাই "টেকসই", যতটা পরবর্তীতে যে কোনো "উস্কানিতে" মুহূর্তে চিত্রটাকে বদলে দিতে পারে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ হ্যাপিমন জেকব বলেন, এখানে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন 'লো লেভেল ফায়ারিং (কম পরিমাণে গুলি চালানো) থেকে শুরু করে বড় পর‍্যায়ের ভূমি দখল বা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' পর্যন্ত হতে পারে। ভূমি দখল বলতে বল প্রয়োগ করে পাহাড়ের চূড়া, ফাঁড়ি বা বাফার জোনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলো নিজেদের কব্জায় নেওয়া হতে পারে।
অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, নিয়ন্ত্রণরেখা "সংঘাতের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং রক্ত দিয়ে টানা সীমান্তের" উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মিজ জাকারিয়া ব্যাখ্যা করেছেন, 'এটা এমন একটা রেখা যা কাশ্মীরিদের কথা বিবেচনা না করে ভারত ও পাকিস্তান টেনেছে এবং যেখানে সামরিকীকরণ ও অস্ত্রশস্ত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়।'
এ ধরনের "ওয়ারটাইম বর্ডার" বা যুদ্ধকালীন সীমানা দক্ষিণ এশিয়ায় অনন্য নয়। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর আন্তর্জাতিক ও তুলনামূলক রাজনীতির অধ্যাপক সুমন্ত্র বসু জানিয়েছেন, এ ধরনের সীমান্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুপরিচিত হলো ১৯৪৯ সালের "গ্রিন লাইন", যা ইসরায়েল ও পশ্চিম তীরের মধ্যে সাধারণ সীমানা হিসাবে স্বীকৃত। প্রসঙ্গত, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ২০২১ সালে পরমাণু শক্তিধর দুই প্রতিবেশীর (ভারত ও পাকিস্তান) মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর থেকে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর যে "আপাত শান্ত পরিস্থিতি" বিরাজ করছিল, তা সাম্প্রতিক সংঘর্ষের আবহে সহজেই ভেঙে গিয়েছে। কার্নেগি ইন্ডিয়ার সূর্য ভালিয়াপ্পান কৃষ্ণ বিবিসিকে বলেন, 'নিয়ন্ত্রণরেখা ও আন্তর্জাতিক সীমান্তে সাম্প্রতিক সময়ের উত্তেজনা তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর আগে চার বছর সীমান্তে তুলনামূলক শান্তি দেখা গিয়েছিল।' তবে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সহিংসতা নতুন কোনও ঘটনা নয়। ২০০৩ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তির আগে, ২০০১ সালে ৪,১৩৪ বার এবং ২০০২ সালে ৫,৭৬৭ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনার অভিযোগ তুলেছে ভারত।
প্রাথমিকভাবে ২০০৩ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি বহাল ছিল, যদিও ২০০৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এর "নগণ্য লঙ্ঘন" দেখা গিয়েছে। তবে ২০০৮ সালে আবার উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় এবং ২০১৩ সালের মধ্যে তা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, ২০১৩ থেকে শুরু করে ২০২১ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত, নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত বড় ধরনের সংঘাতের সাক্ষী থেকেছে। এরপর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন করে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তাৎক্ষণিক এবং ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধবিরতির লঙ্ঘনের ঘটনা হ্রাস পেয়েছিল। সূর্য ভালিয়াপ্পান কৃষ্ণ বলেন, 'সীমান্তে তীব্র গোলাবর্ষণের সময় আমরা দেখেছি যে, সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী হাজার হাজার মানুষ মাসের পর মাস ধরে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন ও আন্তঃসীমান্ত গোলাগুলি বিনিময়ের কারণে সীমান্ত এলাকা থেকে ২৭ হাজারেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।' বর্তমান পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তা বেড়েছে ওই অঞ্চলে। পহেলগাম হামলার পর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, ভারতের পক্ষ থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জল-বন্টন চুক্তি যা সিন্ধু জল চুক্তি নামে পরিচিত, তা স্থগিত করা হয়। পাকিস্তান ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়। সিমলা চুক্তি নিয়ন্ত্রণ রেখাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল - যদিও তা পুরোপুরি মেনে চলা হয়নি বলেই অভিযোগ। মি. কৃষ্ণা বলেছেন, 'এই বিষয়টা তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সিমলা চুক্তি বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ভিত্তি, যা উভয় পক্ষই তাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও একতরফাভাবে পরিবর্তন না করার বিষয়ে রাজি হয়েছিল।' মি. জেকবের মতে, কোনো এক "অদ্ভুত কারণে" নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা দুই দেশের মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের সময় "অনুপস্থিত" থেকেছে। "লাইন অন ফায়ার: সিজফায়ার ভায়োলেন্স অ্যান্ড ইন্ডিয়া-পাকিস্তান এসকেলেশন ডায়নামিক্স"-এই শিরোনামে বই লিখেছেন হ্যাপিমন জ্যাকব।
সেই বইয়ে তিনি লিখেছেন, 'এই বিষয়টা বিস্ময়কর যে পরমাণু শক্তিধর দুই দেশে কীভাবে নিয়মিত ১০৫ মিমি মর্টার, ১৩০ ও ১৫৫ মিমি আর্টিলারি গান এবং অ্যান্টি ট্যাংক গাইডেড মিসাইলের মতো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রের ব্যবহার করে, যার ফলে বেসামরিক ও সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে এবং এটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ তদন্ত ও নীতিগত মনোযোগকে এড়িয়ে গিয়েছে।'
যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের নেপথ্যে দু'টো প্রধান বিষয় চিহ্নিত করেছেন হ্যাপিমন জ্যাকব। এরমধ্যে প্রথমত, ভারত শাসিত কাশ্মীরে "সন্ত্রাসী অনুপ্রবেশের সুবিধার জন্য পাকিস্তান প্রায়শই কভার ফায়ার ব্যবহার করে, যা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের সাক্ষী থেকেছে।" অন্যদিকে, পাকিস্তান পাল্টা অভিযোগ করে আসছে, "ভারত বিনা প্ররোচনায় বেসামরিক এলাকায় গুলি চালাচ্ছে।" তার যুক্তি হচ্ছে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন "উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক কৌশলের" ফল নয় বরং স্থানীয় সামরিক "গতিশীলতার ফলাফল।" মি. জেকবের মতে, "অস্থিরতা" প্রায়শই ফিল্ড কমান্ডারদের দিয়েই শুরু হয়। এক্ষেত্রে কখনও কখনও কেন্দ্রীয় অনুমোদন নেওয়া হয়, আবার প্রায়শই কেন্দ্রীয় অনুমোদন ছাড়াই ঘটে।
তিনি এই ধারণাকেও "চ্যালেঞ্জ" করেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী একাই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে। বরং এই "জটিলতার" নেপথ্যে রয়েছে স্থানীয় সামরিক অপরিহার্যতা এবং দুই দেশেরই সীমান্ত বাহিনীকে দেওয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার- এই দুই বিষয়ের এক "জটিল মিশ্রণ"।
বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, প্রায় দুই দশক আগে "স্থগিত করা" একটা ধারণাকে পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে এবং সেই ধারণা হলো নিয়ন্ত্রণ রেখাকে একটা আনুষ্ঠানিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমান্তে পরিণত করা।
অনেকে আবার জোর দিয়ে বলেছেন, এই সম্ভাবনা কখনই "বাস্তবসম্মত ছিল না" - এবং তা "এখনও হতে পারে না।"
এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুমন্ত্র বোস বিবিসিকে বলেছেন, 'ধারণাটা একেবারে অসম্ভব এবং ডেড এন্ডে এসে পৌঁছেছে (এগোনোর কোনও জায়গা নেই এমন পরিস্থিতি বোঝাতে)। কয়েক দশক ধরে ভারতীয় মানচিত্রে জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্বতন দেশীয় রাজ্যের পুরোটাই ভারতের অংশ বলে দেখানো হয়েছে।' 'পাকিস্তানের জন্য, এলওসিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের অংশ করার অর্থ দাঁড়াবে কাশ্মীর বিরোধের নিষ্পত্তি করা ফেলা যা পাকিস্তানের দিক থেকে ভারতের পছন্দ মতো শর্তের অধীনে "হলি গ্রেলের" সমতুল্য (এমন একটা বিষয় যা লাভ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে কিন্তু তা পাওয়া সহজ নয়)।' 'গত সাত দশক ধরে পাকিস্তানে ক্ষমতায় আসা প্রত্যেক সরকার, নেতা, তা সে সামরিক হোক বা বেসামরিক হোক- এই ধারণা খারিজ করে এসেছে' উল্লেখ করেন সুমন্ত্র বোস।
অধ্যাপক বোস ২০০৩ সালে প্রকাশিত তার বই, "কাশ্মীর: রুটস অফ কনফ্লিক্ট, পাথস টু পিস"-এ লিখেছেন, 'কাশ্মীর সমঝোতার জন্য নিয়ন্ত্রণ রেখাকে কাঁটাতার, বাঙ্কার, পরিখা ও শত্রুভাবাপন্ন সেনাবাহিনীর লোহার পর্দার পরিবর্তে কাপড়ের পর্দায় রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। বাস্তব রাজনীতির নির্দেশ মেনে যে সীমানা স্থায়ী হবে (সম্ভবত অন্য নামে), এবং তা বিলুপ্ত না করেই অতিক্রম করতে হবে।'
তিনি বিবিসিকে বলেন, 'আমি জোর দিয়ে বলেছি যে, নিয়ন্ত্রণরেখার এ ধরনের রূপান্তরে কাশ্মীর নিয়ে নিষ্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেখানে এটা হবে বহু-স্তম্ভযুক্ত বন্দোবস্তের মধ্যে একটা স্তম্ভ।' প্রসঙ্গত, ২০০৪ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে, নিয়ন্ত্রণ রেখাকে "সফ বর্ডারে" রূপান্তরিত করার বিষয়টা কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের শান্তি প্রক্রিয়ার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। যদিও শেষপর্যন্ত তেমনটা হয়নি। আন্তর্জাতিক সীমান্তের প্রেক্ষাপটে "সফ বর্ডার" বলতে এমন এক সীমান্ত যেখানে মানুষ এবং পণ্যের যাতায়াতের ক্ষেত্রে ন্যূনতম তল্লাশি হবে। বর্তমানে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে আবার উত্তেজনা দেখা গেছে এবং এই পরিস্থিতি যারা ওই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জন্য "সহিংসতা এবং অনিশ্চয়তার চক্রকে" ফিরিয়ে এনেছে।
পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরে অবস্থিত হোটেলের এক কর্মচারী সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সময় বিবিসি উর্দুকে বলেছিলেন,'এরপর কী হবে তা আপনি জানেন না। নিয়ন্ত্রণ রেখার দিকে মুখ করে আজ রাতে কেউই ঘুমাতে চায় না।' তার এই কথাগুলো আরও একবার মনে করিয়ে দেয় যে, জানালার মুখ যদি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে খোলে তাহলে শান্তি কতটা ভঙ্গুর হতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

27-05-26.pmd 1 28-05-2026, 00:01

মঙ্গলবার এনএসইউআই কর্মী সমর্থকরা শিক্ষা ভবনে এক ডেপুটেশন প্রদান করেন।

ঝাড়খণ্ডের পালামুতে এনকাউন্টারে খতম শীর্ষ মাওবাদী কমান্ডার তুলসী ভূইঁয়া

পালামু, ২৭ মে : ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী দমনে পরপর দ্বিতীয় দিনে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। রাজ্যের পালামু জেলার হুসেনাবাদ মহকুমায় এনকাউন্টারে নিহত হলেন শীর্ষ মাওবাদী নেতা তুলসী ভূইঁয়া। এই খবর সরকারি সূত্রে মঙ্গলবার নিশ্চিত করা হয়েছে।

সোমবার রাতে শুরু হওয়া এই গুলিযুদ্ধ মঙ্গলবার সকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ঘটনাস্থল থেকে একটি এসএলআর রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর একাধিক সূত্র জানাচ্ছে, সংঘর্ষে আরও কয়েকজন মাওবাদী আহত বা নিহত হয়ে থাকতে পারে, যদিও তা এখনও নিশ্চিত নয়। ঘটনার পর গোটা এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন পালামুর পুলিশ সুপার ঋষমা রমেশান-সহ শীর্ষ সিআরপিএফ আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, মোহাম্মদগঞ্জ ও হায়দরনগর থানার সীমান্তবর্তী সিতাচুয়ান জঙ্গলে মাওবাদী কমান্ডার নীতেশ ও তার দলের অবস্থান সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান শুরু হয়। নীতেশের মাথার দাম ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। তার সঙ্গেই ছিল সঞ্জয় গোধরাম, যার মাথার দাম ১০ লক্ষ টাকা। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এলাকা ঘিরে ফেলতেই মাওবাদীরা গুলি চালাতে শুরু করে, পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও। এই গুলিযুদ্ধেই নিহত হয় তুলসী ভূইঁয়া। এর আগের দিন লাতেহার জেলার নেতারহাট থানার অন্তর্গত এলাকায় মাওবাদী কমান্ডার মানীশ যাদব (যার মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা) নিহত হয় এক অভিযানে। একইসঙ্গে মাওবাদী কুন্দন খরওয়ারকে যার মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা, গ্রেফতার করে বাহিনী।

২৪ মে লাতেহারের ইচওয়ার জঙ্গলে সংঘটিত অপর একটি এনকাউন্টারে নিহত হয় মাওবাদী পাপ্পু লোহরা (তার মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা) ও প্রভাত লোহরা (তার মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা)। এক আহত মাওবাদীকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই বছরের ২১ এপ্রিল বোকারোর লালপানিয়ার লুগু পাহাড় অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি বড় অভিযানে মাওবাদী কমান্ডার প্রয়াগ মাঞ্জি-সহ মোট ৮ জন মাওবাদী যাদের মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা নিহত হয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য জুড়ে চলমান এই ধারাবাহিক অভিযানে মাওবাদী কার্য্যকলাপ চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সুপ্রিয়া সুলের নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল কাতার সফর সম্পন্ন করল

দোহা, ২৭ মে: সুপ্রিয়া সুলের নেতৃত্বাধীন একটি সর্বদলীয় ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দল কাতারে তাদের দুই দিনব্যাপী সরকারি সফর সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই সফর ছিল সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ২২ এপ্রিলের সন্ত্রাসী হামলা ও তার পরবর্তী 'অপারেশন সিন্দুর'-এর প্রেক্ষাপটে চারটি দেশের একটি কূটনৈতিক সফরের প্রথম ধাপ।

সফরের সময় প্রতিনিধি দলটি কাতারের একাধিক উর্ধতন সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে উচ্চপর্য্যায়ের আলোচনা করেছে, যাদের মধ্যে ছিলেন: ড. মোহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ বিন সালেহ আল খুলাইফি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ বিন ফয়সাল আল থানি, গৃহমন্ত্রী ও শুরা কাউন্সিলের উপ-সভাপতি ড. হামদা বিন হাসান আল সুলাইতি।

এছাড়াও প্রতিনিধি দল পশ্চিম এশিয়ার থিঙ্ক ট্যাংক, একাডেমিক সম্প্রদায়, এবং কাতারের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম 'আল শারক' ও 'পেনিনসুলা'-র সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। দোহায় বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের উদ্দেশেও একটি সভায় বক্তব্য রাখেন।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, ভারত সীমান্ত পেরিয়ে হওয়া সন্ত্রাসবাদকে কোনোভাবেই সহ্য করবে না। তারা পহেলগামের হামলার পর 'অপারেশন সিন্দুর'-এর মাধ্যমে ভারতের পরিমিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কাতার পক্ষকে অবহিত করে। প্রতিনিধি দল সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা এবং সন্ত্রাসী ও তাদের মদতদাতাদের মধ্যে কোনো রকম বিভেদ না করার নীতির ওপর জোর দেন।

কাতার সরকারও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের 'জিরো টলারেন্স' নীতির পুনরাবৃত্তি করেছে এবং পহেলগামের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ভারতীয় পক্ষ কাতার সরকারের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে, ২৩ এপ্রিল প্রকাশিত কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক বিবৃতির প্রশংসা করে। এই সফরটি সাম্প্রতিক উচ্চপর্য্যায়ের কূটনৈতিক যোগাযোগের অংশ, যার মধ্যে রয়েছে: ৬ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি-র টেলিফোনিক আলোচনা, ৭ মে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর ও কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন জাসিম আল থানি-র মধ্যে বৈঠক। দোহায় সাংবাদিক সম্মেলনে, প্রতিনিধি দল সীমান্ত নিরাপত্তা, সাম্প্রতিক ঘটনার কূটনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেন। ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্দেশে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সহিষ্ণুতা, বহুত্ববাদ ও ঐক্যের মূল্যবোধ রক্ষার এবং বিভাজনমূলক কার্য্যকলাপের

পঞ্চকুলায় গাড়ির ভিতরে একই পরিবারের সাতজনের মৃতদেহ উদ্ধার, আর্থিক সংকটেই আত্মহত্যার চরম সিদ্ধান্ত বলে অনুমান

পঞ্চকুলা (হরিয়ানা), ২৭ মে : হরিয়ানার পঞ্চকুলার সেক্টর ২৭-এ একটি গাড়ির ভিতরে একই পরিবারের সাতজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারটি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। আর্থিক সংকট ও ঋণের চাপে এই চরম সিদ্ধান্ত বলে অনুমান তদন্তকারীদের।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের বাসিন্দা প্রবীন মিত্তল (৪২), তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী ও তিন সন্তান তাদের মধ্যে দুই কন্যা ও এক পুত্র। পরিবারটি বাগেশ্বর ধামের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পঞ্চকুলায় এসেছিল। পাঁচ দিনের হনুমান কথা শেষে রবিবার রাতে দেরাদুন ফেরার পথে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেক্টর ২৭-এর কাছে একটি হোটেল খোঁজার সময় প্রবীন মিত্তল গাড়ির ভিতরেই পরিবারের সবাইকে নিয়ে বিষ পান করেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গাড়ির ভিতরে অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে গাড়ির দরজা ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা সাতজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পঞ্চকুলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ির ভিতর থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। ওই চিঠিতে পরিবারের কর্তা আর্থিক দেনা ও ঋণের চাপে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা লিখেছেন বলে জানা গেছে। ফরেনসিক দল সুইসাইড নোট ও অন্যান্য আলামত পরীক্ষা করছে। পঞ্চকুলার ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ হিমাদ্রি কৌশিক বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। তবে তদন্ত চলছে। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্ত আলামত সংগ্রহ করছে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করবে।" পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, প্রবীন মিত্তল দেরাদুনে একটি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল ব্যবসা শুরু করেছিলেন, কিন্তু ব্যবসা চলেনি। ফলে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে এবং পরিবারটি চরম আর্থিক সংকটে পড়ে। সেই কারণেই এই মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অনুমান।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় মামলা রুজু হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

PNIC-T No:- 03/PNIcT/EE/DWS/BLN/2025-26

e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIT No. : 13/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 58,17,404.00	₹ 1,16,348.00	Upto 3.00 P.M on 05.06.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 05.06.2025 if possible
2	DNIT No. : 14/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 58,17,404.00	₹ 1,16,348.00			
3	DNIT No. : 15/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 51,35,299.00	₹ 1,02,706.00			
4	DNIT No. : 16/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 9,10,323.00	₹ 18,206.00			
5	DNIT No. : 17/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 7,28,000.00	₹ 14,560.00			
6	DNIT No. : 18/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 7,28,000.00	₹ 14,560.00			
7	DNIT No. : 19/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,81,086.00	₹ 21,622.00			
8	DNIT No. : 20/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 7,69,502.00	₹ 15,390.00			
9	DNIT No. : 21/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 9,37,368.00	₹ 18,747.00			
10	DNIT No. : 22/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 7,78,466.00	₹ 15,569.00			
11	DNIT No. : 23/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 9,11,706.00	₹ 18,234.00			
12	DNIT No. : 24/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,29,437.00	₹ 20,589.00			
13	DNIT No. : 25/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 6,79,612.00	₹ 13,592.00			
14	DNIT No. : 26/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 12,16,715.00	₹ 24,334.00			
15	DNIT No. : 27/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 9,08,828.00	₹ 18,177.00			
16	DNIT No. : 28/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,38,502.00	₹ 20,770.00			
17	DNIT No. : 29/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,78,234.00	₹ 21,565.00			
18	DNIT No. : 30/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,88,881.00	₹ 21,778.00			
19	DNIT No. : 31/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 10,18,049.00	₹ 20,361.00			
20	DNIT No. : 32/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 11,52,152.00	₹ 23,043.00			
21	DNIT No. : 33/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 8,88,160.00	₹ 17,763.00			
22	DNIT No. : 34/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 3,39,475.00	₹ 6,790.00			
23	DNIT No. : 35/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 4,05,234.00	₹ 8,105.00			
24	DNIT No. : 06/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26 (2nd Call)	₹ 14,04,607.00	₹ 28,092.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/ eedwsdivbln@yahoo.in
ICA/C/718/25

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er B/ Desbarma)
Executive Engineer DWS Division,
Belonia, South Tripura District, Tripura
"Conserve Water and Save Lives"

PNIET No:-05/EE/DWS-I/2025-26 dated 21-05-2025

Single bid percentage rate e-tender is invited for 4(four) nos. works viz.
1. Maintenance and repair of pipe line within the jurisdiction area of DWS Sub-Division- IV, Jogendranagar during the year 2025-26/ S.H:- Repairing and maintenance of pipe line leakage, block washing and some other allied works at Aralia & Kashipur Zone.(Job No.TR 56/SE/TJB/2024-25)
DNIET No.: 03 /EE/DWS-I/2025-26
2. Maintenance and repair of pipe line within the jurisdiction area of DWS Sub-Division-IV, Jogendranagar during the year 2025-26/ S.H:- Repairing and maintenance of pipe line leakage, block washing and some other allied works at Jogendranagar Zone (Job No.TR 55/SE/TJB/2024-25)
DNIET No.: 04 /EE/DWS-I/2025-26
3. Maintenance and repair of pipe line within the jurisdiction area of DWS Sub-Division-IV, Jogendranagar during the year 2025-26/ S.H:- Repairing and maintenance of pipe line leakage, block washing in/c SBDTW maintenance and some other allied works at Pratapgarh Zone. (Job No.TR 57/SE/TJB/2024-25)
DNIeT No.: 05/EE/DWS-I/2025-26
4. New Domestic water supply connection including Pipe line Extension under DWS Division Agartala-I during the year 2025-26/New Domestic water supply connection including Pipe line Extension at various locations within the jurisdiction area of DWS Sub-Division -IV, Jogendranagar, Agartala. (Job No.TR 58/SE/TJB/2024-25)
DNIeT No.: 06 /EE/DWS-I/2025-26
Deadline for online bidding:-Up to 15:00 hrs.
10-06-2025
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartala1@gmail.com.
ICA/C-719/25

(For and on behalf of Governor of Tripura)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I Agartala, Tripura (W).

PNIET No.: 04/EE/TLM/2025-26, Dated 16/05/2025.
Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL. NO.	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1.	10/SE-II/PWD(R&B)/2025-26.	₹ 69,05,198.00	₹ 1,38,104.00	120 (One hundred twenty) days	Up to 3.00 P.M. on 09/06/2025.	At 4.00 P.M on 09/06/2025. (If possible)

All the above-mentioned online activities https://tripuratenders.gov.in. should be done in the e-procurement portal
2. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-707/25

(Er. S. Das)
Executive Engineer,
Teliamura Division, PWD (R&B).

Secondary Education Department
PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: 26, 27 & 28/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26
Dt. 22/05/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 09/06/2025 at 3.00 P.M.

NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
Construction of underground water reservoir tank for drinking water pre primary and repair of Dysfunction Boys toilet at PM Shri [illegible] para High School, [illegible] North Tripura for the year 2023-24 DNIeT No: 07/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	[illegible]	02 Months	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Appropriate Class
Construction of Ramp with Hand Rail at Kalacherra HS School under Kalacherra Block, Dharmanagar, North Tripura for the year 2023-24 DNIeT No: 08/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	[illegible]	01 Month	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Appropriate Class
Major repairing of Paschim Chandrapur SB School under Kalacherra Block, North Tripura during the year 2023-24 under PM Shri. DNIeT No: 09/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	[illegible]	2 Month	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
ICA/C/702/25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 09/06/2025 for the following work:-

SI NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 4(Four) units Additional Classroom at Salghara English Med. School, Tepania Block, Gomati District for the year 2024-25 under Samagra Shiksha at Higher Secondary Level/3rd Call. DRAFT NIT NO: 130/SE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 PRESS NIT NO: 20/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 91,87,300.00	Rs. 1,83,746.00	10 (Ten) months	Up to 3PM 09/06/2025	At 10/06/2025 Hrs on 11 A.M.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C/714/25

(Er. B. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

SACHIN DEB BARMAN MEMORIAL GOVT. MUSIC COLLEGE
Lichubagan, Agartala, Pin-799010
Website: - https://www.sdmgovtmusiccollege.in Email: - sdmgovtmusiccollege@gmail.com

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

কোর্স	বিষয়	যোগ্যতা	ফর্ম বিলি ও জমা	যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষা	নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীর নামের তালিকা প্রকাশ	ভর্তি
৪ বছরের ডিগ্রী কোর্স (BPA)	১)হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত, ২)রবীন্দ্র সঙ্গীত, ৩)তবলা ৪) যন্ত্র সঙ্গীতঃ (সেতার, সরোদ) ৫)নৃত্য - কত্থক, ভরতনাট্যম, মণিপুরী	উচ্চ মাধ্যমিক পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যোগ্যতা নির্ধারক ভর্তি পরীক্ষার (ক্রিয়াত্মক) মাধ্যমে যাচাই করে ভর্তি করানো হবে।	৩০ মে থেকে ১০ জুন, ২০২৫	১৬ জুন ২০২৫ সকাল ১১টা	১৮ জুন ২০২৫	১৯ জুন থেকে ২১ জুন, ২০২৫
৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স (DMus)	১)হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত, ২)রবীন্দ্র সঙ্গীত, ৩)তবলা ৪) যন্ত্র সঙ্গীত (সেতার, সরোদ) ৫)নৃত্য - কত্থক, ভরতনাট্যম, মণিপুরী, কুচিপুড়ি	মাধ্যমিক পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যোগ্যতা নির্ধারক ভর্তি পরীক্ষার (ক্রিয়াত্মক) মাধ্যমে যাচাই করে ভর্তি করানো হবে।				

Sd/-
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
লিচুবাগান, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

ভর্তি ফর্ম কলেজ Website থেকে Download করা যেতে পারে।
Website :-https://www.sdmgovtmusiccollege.in
ICA/D-275/25

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাসি মাংস দিয়ে নতুন কী কী পদ বানাতে পারেন ?

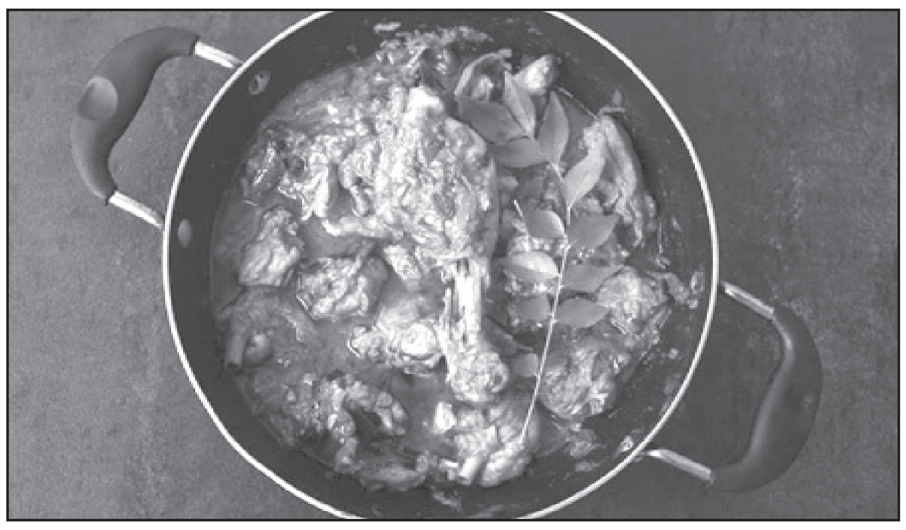

বাসি খাবার যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। কিন্তু না চাইতেও অনেক সময়ে খাবার বেঁচে যায়। ইদানীং ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে আবার পরিমাণে কম খান অনেকে। ফলে বাড়িতে যা রান্না হয়, অনেক সময় তা অধিকাংশই বেঁচে যায়। বাসি খাবার শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর নয় ঠিকই, তবে আগের রাতে রান্না করা মাংস যদি বেঁচে যায়, তা হলে ফেলে না দিয়ে বরং বানিয়ে নিতে পারেন নতুন কোনও পদ।

বাসি মাংস দিয়ে নতুন কী কী পদ বানাতে পারেন?

চিকেন স্যান্ডউইচ

কড়াইয়ে সামান্য তেল দিয়ে ঝোলমাখানো মাংসের টুকরোগুলি খুন্তি দিয়ে নেড়ে ভর্তার মতো করে নিন। তার পর স্লাইস পাউরুটি সেঁকে নিয়ে মাঝে চিকেনের এই পুর ভরে দিন। পাতলা করে কেটে শসা, টোম্যাটোও দিতে পারেন। চাইলে চিজ দিতে পারেন। তবে না দিলেও অসুবিধা নেই। এমনিই ভাল লাগবে।

চিকেন পরোটা

আগের রাতের বাসি চিকেন দিয়েই সকালের সুস্বাদু জলখাবার হতে পারে। মাংসের টুকরোগুলি ছিঁড়ে ময়দার সঙ্গে মেখে নিন। চাইলে ময়দা মাখার সময়ে জোয়ান ছিঁটিয়ে দিতে পারেন। খাওয়ার সময়ে মুখে পড়লে ভাল লাগবে। গোল করে বেলে ভেজে নিন। আচারের সঙ্গে বেশ খেতে লাগবে।

চিকেন নুডলস

একঘেয়ে স্বাদের নুডলসের বদলে চিকেন দিয়ে একটু অন্য রকম কিছু বানিয়ে নিতে পারেন। পেঁয়াজ কুচি, রসুন, সবুজ লঙ্কা আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। তার পর সেদ্ধ করা নুডলস দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি সুস্বাদু জলখাবার।

চিকেন পোলাও

গোবিন্দভোগ চাল, দারচিনি, লবঙ্গ, কাজু-কিশমিশ কমবেশি সকলের হেঁশেলেই থাকে। বেঁচে যাওয়া মাংস দিয়ে চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন পোলাও। একটু ঘি ছড়িয়ে দিলেই অনবদ্য স্বাদ হবে।

চিকেন রোল

বর্ষায় মোগলাই, রোল খেতে মন চায়। তবে দোকান থেকে কিনে খাওয়ার চেয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন। বাসি মাংস ফেলে না দিয়ে তা দিয়েই সুস্বাদু রোল বানিয়ে নিন। শিশুকে টিফিনেও দিতে পারেন। খুশি হবে।

পাকা পেঁপে কেটে রাখলেই নষ্ট হয়ে যায় ? দীর্ঘ ক্ষণ ভাল রাখবেন কোন উপায়ে ?

স্বাস্থ্য এবং ত্বকের একসঙ্গে যত্ন নেওয়া কঠিন। তবে নিয়ম করে যদি পেঁপে খাওয়া যায়, তা হলে এই কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়। রোজের ডায়েটে পেঁপে রাখার কথা বলেন পুষ্টিবিদেরাও। পেঁপেতে রয়েছে নানা পুষ্টিগুণ। বিশেষ করে পাকা পেঁপে খাওয়ার অভ্যাস সত্যিই ভীষণ কার্যকরী। অনেকেই অন্যান্য ফলের সঙ্গে টিফিনে পেঁপে নিয়ে যান। সকালে তাড়াহুড়ো এড়াতে রাতেই ফল কেটে রাখেন। তবে সে ক্ষেত্রে পেঁপে দীর্ঘ ক্ষণ টাটকা রাখতে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা জরুরি।

ফ্রিজে রাখুন

পেঁপে দীর্ঘ ক্ষণ টাটকা রাখতে হলে ফ্রিজে রাখতে পারেন। পেঁপেগুলি টিস্যু পেপারে মুড়িয়ে কৌটোতে ভরে ফ্রিজে তুলে রাখুন। খাওয়ার অনেক ক্ষণ আগে বার করে নেবেন না। মিনিট দশেক আগে বাইরে রাখলেই হবে। তা হলে পেঁপে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

খবরের কাগজ জড়িয়ে রাখুন

যতটুকু খাবেন সেটুকু কেটে নিয়ে বাকি অংশটি খবরের কাগজে মুড়িয়ে ফ্রিজে তুলে রাখুন। খবরের কাগজে মুড়িয়ে রাখলে ২-৩ দিন পর্যন্ত ভাল থাকবে পেঁপে। কাঁচা এবং পাকা দু'রকম পেঁপের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।

বায়ুনিরোধী কৌটোতে রাখুন

পেঁপে অনেক ক্ষণ টাটকা এবং সতেজ রাখতে চাইলে বায়ুনিরোধী কোনও কৌটোতে ভরে ডিপ ফ্রিজে রাখুন। যে কৌটোতে পেঁপে রাখছেন সেটি পরিষ্কার হওয়া জরুরি। তবে পেঁপে খাওয়ার আগে ফ্রিজ থেকে বার করে ঠান্ডা ছাড়িয়ে নিন। পেঁপে এমনিতেই ঠান্ডা। তার উপর সরাসরি ফ্রিজের পেঁপে খেলে সর্দি-কাশির ঝুঁকি থেকে যায়।

খোসা-সহ রাখুন

পেঁপে টাটকা রাখতে চাইলে খোসা-সহ রাখুন। খোসাসমেত রাখলে ফল সহজে নষ্ট হয় না। টুকরো করে রাখলেও খোসা-সহ রাখুন। খাওয়ার আগে খোসা ছাড়িয়ে নিন।

বর্ষাকাল বলে নয়, সারা বছরই ঘন ঘন চাদর বদলানো জরুরি

শরীরচর্চা ছাড়াও সুস্থ থাকার আরও একটি ধাপ হল বিছানার চাদর পরিষ্কার রাখা। টানটান করে চাদর পাতা পরিপাটি বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। তবে শুধু তো ব্যবহার করলে চলবে না, পরিষ্কারও করতে হবে। একটি চাদর সাধারণত সপ্তাহখানেকের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়। এক সপ্তাহ অন্তর চাদর কাচলে ভাল। অপরিষ্কার চাদরে ঘুমোলে ত্বকের নানা সমস্যাও দেখা দেয়। একই চাদর দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করার ফলে ত্বকের কোন সমস্যাগুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে? ব্রণ বাইরে তেলমশলা দেওয়া খাবার খাওয়া, জল কম খাওয়া, শরীরচর্চা না করার মতো কিছু অভ্যাস হল ব্রণর অন্যতম কারণ। তবে এগুলি ছাড়াও নোংরা চাদরে ঘুমোনোর কারণেও কিন্তু ব্রণ হতে পারে। অযত্নে থাকা যে কোনও জিনিসেই ব্যাক্টেরিয়া বাসে বাঁধে। ত্বকের কোষে সেই ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের ফলেই ব্রণ হয়। খুব ভাল হয়, যদি দু'দিন অন্তর বিছানার চাদর কেচে নেন।

ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ পরিষ্কার না করে অনেক দিন ধরে একই চাদর ব্যবহার করে গেলে ত্বকে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায়। এমনিতেই বর্ষায় এই ধরনের রোগাবালাই হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। তার উপর এমন অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস সেই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তোলে। তবে বর্ষাকাল বলে নয়, সারা বছরই ঘন ঘন চাদর বদলানো জরুরি। অ্যাথলিট ফুট ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের আরও একটি দিক হল অ্যাথলিট ফুট। এতে শরীরের বিভিন্ন অংশে চাকা চাকা দাগ দেখা দেয়। অপরিচ্ছন্ন চাদর থেকে এই ধরনের সংক্রমণ ছড়ায়। ত্বকের এই সমস্যা এক বার দেখা দিলে সহজে সারতে চায় না। তাই ঝুঁকি না নিয়ে এই বর্ষায় পারলে দু-তিন দিন অন্তর চাদর পাল্টে দিন।

ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি

রোজের খাবারে ডাল না থাকলে মুখ ভার হয়ে যায় অনেকের। কেউ কেউ খাবারের শুরুর পাতে ডাল খেলেও অনেকেই আবার ডাল খান একেবারে শেষপাতে। তবে রোজকার পাতলা ডাল-ভাতের বদলে যদি বানানো যায় ডালের চচ্চড়ি, তা হলে কেমন হয়? চচ্চড়ি তো সব্জির বা মাছের হয় বলে শুনেছেন। কিন্তু ডালের চচ্চড়ি, সে আবার হয় নাকি!

আলবাত হয়। আর ডালের সঙ্গে যদি ঘটে চিংড়ির মেলবন্ধন, তা হলে তো কথাই নেই। চটজলদি বানিয়ে ফেলুন ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি। ডালের এই রেসিপি কেবল ভাতের সঙ্গেই নয়, রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গেও জমবে ভালই। স্বাদ বদল করতে বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন এই সহজ পদ। সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলা যায় এই পদটি।

উপকরণ: ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি। মুসুরির ডাল: ২৫০ গ্রাম কুচো চিংড়ি: ২০০ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি: ৬ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ টম্যাটো কুচি: ৬ টেবিল চামচ কাঁচা লঙ্কা: ৪টি হলুদ গুঁড়ো: ১ চামচ লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চামচ ধনে গুঁড়ো: ২ চামচ শুকনো লঙ্কা: ২টি গোটা গরম মশলা: ৫ গ্রাম গরম মশলার গুঁড়ো: ১ চা চামচ সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ নুন-চিনি: স্বাদ মতো ঘি: ১ চামচ

প্রণালী: কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে চিংড়িগুলি ভেজে তুলে নিন। সেই তেলেই গোটা গরমমশলা ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা ও টম্যাটো দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলার কাঁচা গন্ধ চলে গেলে তাতে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ভেজে রাখা চিংড়িগুলি মিশিয়ে দিন। তার পর ভিজিয়ে রাখা ডাল দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। স্বাদ মতো নুন-চিনি দিন। এ বার সামান্য জল দিয়ে কড়াই ঢেকে দিন। মিনিট পনেরো পর ঢাকা খুলে দেখুন। ডাল ঘন হয়ে এলে গরম মশলা গুঁড়ো আর ঘি ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। গরম ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি।

ক্ষতিগ্রস্ত চুল কি আবার আগের মতো ঝলমল করে উঠতে পারে

গত বছর কায়দা করে চুল সোজা করিয়েছিলেন। মাস দুয়েক চুল বেশ ভাল ছিল। চুলের জেল্লা, মসৃণ ভাব সকলের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়ে। কিন্তু কিছু দিন পর থেকেই শুরু হল সমস্যা। কোনও কারণ ছাড়াই মুঠো মুঠো চুল হাতে উঠে আসছে। নামী-দামি তেল মেখে, বিভিন্ন "ট্রিটমেন্ট" করিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, তাপ দিয়ে চুলের প্রোটিনের বন্ড এক বার নষ্ট হয়ে গেলে তা কোনও ভাবেই আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এর পর থেকেই চুলের যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির শুরু হয়।

চুলে অতিরিক্ত তাপ লেগে ডগা ফেটে যেতে পারে। চুলেরও নিজস্ব চক্র আছে। সেই চক্রের একেবারে শেষ পর্যায়ে থাকা চুলের উপর কায়দা করলে ক্ষতির আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। কারণ, অতিরিক্ত তাপে চুলের স্থিতিস্থাপকতা বা "ইলাস্টিসিটি" নষ্ট হয়। চুলের গোড়া আলগা হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অনেকেরই মনে হতে পারে চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে কী করা যেতে পারে? চুল নিয়ে গবেষণা করেন জ্যামিন লিম। তাঁর মতে, শুধু কায়দা করলেই যে চুলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তা নয়। চুল শুকোতে নিয়মিত ব্লো ড্রাই করলেও কিন্তু একই ভাবে চুলের ক্ষতি হতে পারে। চুলের প্রতিটি স্ট্র্যান্ড কেরাটিন নামক একটি প্রোটিন দিয়ে তৈরি। স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে আলফা হেলিক্স নামক যৌগ। মাত্রাতিরিক্ত তাপ এই যৌগটি নষ্ট করে দেয়। ফলে চুলের স্বাভাবিক জেল্লা তো নষ্ট হয়েই, সঙ্গে ফলিকলেও এর প্রভাব পড়ে।

কোন কোন লক্ষণ দেখলে বুঝবেন চুলের ক্ষতি হয়েছে?

১) কেটারিন ট্রিটমেন্ট কিংবা ব্লো ড্রাই করার পরে চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। চুলের স্বাভাবিক জেল্লা ধরে রাখে কিউটিকল। তা-ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

২) চুলের ডগা ভেঙে যাওয়া, চুল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত তাপের কারণে।

৩) সামান্য হাওয়া দিলেই চুল উস্কখুস্ক হয়ে পড়াও কিন্তু এই ক্ষতির লক্ষণ। কোঁকড়ানো চুল বশে রাখা সমস্যার হলেও সোজা চুলে এমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

৪) যথেষ্ট তেল মাখার পরেও যদি সমানের চুলে জট পড়তে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, তা অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে হচ্ছে।

৫) সাধারণ ভাবে ৫০ থেকে ১০০টি চুল প্রতি দিন মাথা থেকে ঝরে পড়তেই পারে। কিন্তু অনেক সময়ে পরিমাণটি বেড়ে ২০০ থেকে ৩০০-তে পৌঁছে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে এই পরিমাণ চুল ঝরে পড়া স্বাভাবিক।

তদন্ত রিপোর্ট

জাতির রাষ্ট্রনেতা, তথা বীর বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুরহস্য নিয়ে আজও আলো-আঁধারির মতো এক অদ্ভুত রহস্যে আপামর দেশবাসী। শুধু কি দেশবাসী, নেতাজির রহস্যমৃত্যু নিয়ে ধন্দে রয়েছে বিদেশের মাটিতে প্রতিফলিত হওয়া তাঁর বহু গুণমুগ্ধকর ভক্ত। 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' নেতাজির সেই বিখ্যাত উক্তি আজও তাঁর আপামর গুণমুগ্ধ ভক্তদের শিরায়-শিরায় প্রতিফলিত হয়।

অজানা নেতাজিকে জানবার জন্য একটি দুর্মূল্য বই বলা চলে সৈকত নিয়োগীর 'দুষ্প্রাপ্য তাইওয়ান নথি, নেতাজি তদন্ত রিপোর্ট'। বইটির 'ভোরের আগে ঘোর অমানিশা' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'The darkest hour before The dawn' অর্থাৎ ভোরের আগে ঘোর অমানিশা !' অলিন্দ যুদ্ধের অন্যতম বিপ্লবী শহিদ বিনয় বসুর মৃত্যুকালে যে শব্দবন্ধ

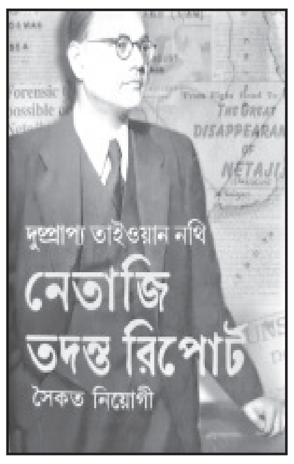

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় সুভাষদা, রাষ্ট্রনায়ক নেতাজির প্রকাশ্য সংগ্রামী জীবনের যবনিকা পতনও একই শব্দবন্ধে ভূষিত। 'নেতাজি তদন্তের ভবিষ্যৎ' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, দিলীপ কুমার রায়ের নিজেরই রচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উপযুক্ত, 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র। আমি আমার স্মৃতিচারণ "Netaji– The man", গ্রন্থে লিখেছি, তিনি দেশভক্ত হয়ে সর্ববরেণ্যে হওয়ার ফলে আমরা ভুলে গিয়েছি যে তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও ধার্মিক। তাঁর কৈশোরের পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে পাই ধর্ম ও ভক্তি তাঁকে কী গভীর উদ্দীপনা দিত।'

বহু তথ্য বিশিষ্ঠ ও লেখকের চুলচেরা বিশ্লেষণ, প্রমাণ ও রিপোর্টে সমৃদ্ধ নেতাজি তদন্ত রিপোর্ট বইটি। বইটির 'পূর্ব দিগন্তে রক্তিমাভা', 'খোসলা কমিশনের উদ্দেশ্য 'খোলসা হলো', 'মহাযুদ্ধের 'শেষলগ্নে', 'জাস্টিস মুখার্জী কমিশন', 'লালকেল্লায় হত্যা' 'দেরাদুনে নেতাজি মৃত্যু প্রসঙ্গ' প্রমুখ অধ্যায়গুলি বহুল তথ্যে সমৃদ্ধ। পাঠকদের আজও প্রিয় রাষ্ট্রনেতা নেতাজিকে নিয়ে কৌতুহলের শেষ নেই। পারুল বই প্রকাশনীর অন্তর্গত নেতাজির সুন্দর মলাট বিশিষ্ট **বইটির মূল্য ৫৯৯ টাকা। বইটি নেতাজি সম্পর্কে জানার ক্ষিদেকে একবাক্যে অনেকটাই তৃষ্ণা নিবারণ করবে।**

আদা সকল রোগ নিরাময়ের দাদা

মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এটি কাঁচা খাওয়া যায়, চায়ের সঙ্গে খাওয়া যায়। যেভাবেই খান না কেন, এটি কিন্তু একটি উপকারী খাদ্যবস্তু। উপকারী ভেষজ হিসেবে এর অনেক নামডাক। নানা ধরনের ভিটামিন ও দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ ও পুষ্টি উপাদানে ভরপুর একটি ভেষজ এটি। তাই আদাকে সব রোগ নিরাময়ের দাদাও বলা হয়ে থাকে। আদা ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

হজমশক্তি বাড়ায় হজমশক্তি বাড়াতেও আদার জুড়ি মেলা ভার। গ্যাস্ট্রিক থেকে পেটে ব্যথা হয় অনেকেরই। সেক্ষেত্রে আদা অত্যন্ত কার্যকরী আদা খেলে দ্রুত খাবার হজম হয়, ফলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থাকে না।

বমি বমি ভাব কমায়

অনেক সময় বমি বমি ভাব অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে

গর্ভকালীন এই সমস্যা অনেক মেয়েদের একেবারে কাবু করে ফেলে। এক্ষেত্রে আদা অত্যন্ত উপকারি। এই রেসিপিটি দিতে পারে বমি কিংবা বমি বমি ভাব থেকে মুক্তি।

ক্যান্সার প্রতিরোধ করে আদার আরও একটি বিশেষ গুণ রয়েছে। ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে এটি। দ্রুত ওজন কমানো সহ কিছু শারীরিক সমস্যায় এই রেসিপিটি দিতে পারে সহজ সমাধান। এটি নিয়মিত খেলে নিজেই নিজের পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন।

ব্যথা কমাতে সাহায্য করে

শরীরে বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা হয়ে থাকে, এ ব্যথা কমাতে সাহায্য করে আদা। গবেষণা অনুসারে, আদা ব্যথা ও অক্ষমতা কমাতে সাহায্য করে। এ গবেষণায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সবাই ৩ থেকে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন ০.৫-১ গ্রাম আদা গ্রহণ করেছিলেন। এদের অনেকেরই হাঁটুর ব্যথাও কমে।

অসাধারণ গুণ পেয়ারা পাতার চায়ের

সেই সঙ্গে জুস, জ্যাম কিংবা স্প্রেডের জন্য দারুণ একটি উপাদান। কিন্তু এখন আলোচনায় উঠে এসেছে পেয়ারা পাতার চা, যা তার অসাধারণ স্বাস্থ্য উপকারিতার জন্য জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। হজমশক্তি বৃদ্ধি থেকে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ — মাটির গন্ধযুক্ত এই সতেজ চা শুধু স্বাদেই নয়, গুণেও ভরপুর। আসুন জেনে নিই কেন এক কাপ গরম পেয়ারা পাতার চা হতে পারে আপনার জন্য

উপকারী পানীয়-

দুই ইঞ্চির বেশি উঁচু হিল পরতে নিতে হবে প্রশাসনের অনুমতি

১. লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ এর গবেষণা অনুযায়ী, পেয়ারা পাতার নির্যাস ইনসুলিন প্রতিরোধ কমায়, অ্যাডিপোনেক্টিন রিসেপ্টর জিনের প্রকাশ বাড়ায় এবং লিভারে চর্বি জমা রোধ করে। এটি ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি কমাতে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

২. গর্ভধারণের সম্ভাবনা বাড়ায় পেয়ারা পাতায় কুয়েরসেটিন ও ভিটামিন সি-এর মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ যা প্রজনন কোষের ক্ষতি করে এমন ফ্রি র‍্যাডিকেল দূর করে। সহজ কথায়, এটি শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর গুণগত মান উন্নত করতে সাহায্য করে।

আফ্রিকান জার্নাল অফ বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ অনুসারে, পেয়ারা পাতার চা প্রাণীদের প্রজনন হরমোনের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। হাইল্যান্ড মেডিকেল রিসার্চ জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, পেয়ারা পাতার নির্যাস পুরুষ ইঁদুরের টেস্টোস্টেরন, ফলিকল স্টিমুলেটিং

হরমোন এবং লিউটিনাইজিং হরমোন এর মাত্রা বৃদ্ধি করে। ৩. প্রাকৃতিক হজম সহায়ক ভারী খাবার খেয়েছেন? বদহজম, অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা পেট ফাঁপায় ভুগছেন? পেয়ারা পাতার চা আপনার সব ধরনের হজম সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

পেয়ারা পাতায় ট্যানিন ও ফ্ল্যাভোনয়েডের মতো যৌগ রয়েছে যা পেটের প্রদাহ কমায় এবং পেটের আবরণকে ঠান্ডা করে। অনেক সংস্কৃতিতে, পেয়ারা পাতার চা গ্যাস্ট্রাইটিস ও ডায়রিয়া নিরাময়েও ব্যবহৃত হয়। খাবারের ৩০ মিনিট পর এক কাপ পান করুন এবং এর জাদুকরী প্রভাব উপভোগ করুন। ৪. রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক জার্নাল অফ মেডিসিনাল ফুড (২০১০)-এ প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী, পেয়ারা পাতার নির্যাস রক্তে শর্করা ও প্রদাহ কমাতে পারে। এতে থাকা কুয়েরসেটিন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং অন্ত্রে শর্করা শোষণ কমাতে সাহায্য করে, বিশেষ করে খাবারের পর, যা প্রি-ডায়াবেটিস বা টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ৫. হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো পেয়ারা পাতার চা 'খারাপ' কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমিয়ে 'ভালো' কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে, যা হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখে। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও প্রদাহ কমায় — যা হৃদরোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। ৬. উজ্জ্বল ত্বকের জন্য পেয়ারা পাতার চা ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ ব্রণ দূর করে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং দাগ কমাতে সাহায্য করে। ঠাণ্ডা পেয়ারা পাতার চা টোনার হিসেবে ব্যবহার করলে ত্বক ডিটক্স হয় ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরে পায়।

৭. ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে পেয়ারা পাতার চা সরাসরি মেদ ঝরায় না, তবে এটি মেটাবলিজম বাড়ায় ও ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে। দিনে দুইবার এই চা পান করলে রক্তে শর্করা স্থিতিশীল থাকে এবং ইনসুলিন প্রতিরোধ কমে, যা ওজন ও পেটের চর্বি কমানোর সহায়ক। এটি ক্যালোরিবিহীন, সতেজ ও হাইড্রেটিং একটি পানীয়।

27-05-26.pmd 2 28-05-2026, 00:01

মঙ্গলবার পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর জন্ম বার্ষিকী পালিত কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে।

ক্লাস মিস করলে ভিসা বাতিল, ভবিষ্যতে আর আমেরিকায় যাওয়া হবে না: বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আমেরিকার কড়া হুঁশিয়ারি

ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, ২৭ মে: আমেরিকায় অধ্যয়নরত ভারতীয় সহ অন্যান্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কড়া বার্তা দিল মার্কিন প্রশাসন। চলমান গণ-নির্বাসন বিতর্কের মধ্যেই আমেরিকা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেক্লাস মিস করলে বা পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দিলে ছাত্রদের ভিসা বাতিল হতে পারে, এমনকি ভবিষ্যতে মার্কিন ভিসার আবেদন করতেও সমস্যা হতে পারে।

মার্কিন দূতাবাসের এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আপনি যদি স্কুলকে না জানিয়ে আপনার কোর্স ছেড়ে দেন, ক্লাস বাদ দেন বা প্রোগ্রাম থেকে নিজে সরে যান, তাহলে আপনার স্টুডেন্ট ভিসা বাতিল হতে পারে এবং ভবিষ্যতে ইউএস ভিসার জন্য অযোগ্য হতে পারেন। নিজের ভিসার নিয়ম মেনে চলুন এবং স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস বজায় রাখুন।"

মার্কিন প্রশাসন ইতিমধ্যেই বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে। হঠাৎ করেই অনেকের ভিসা বাতিল হচ্ছেকোনও পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে রয়েছে প্রো-প্যালেস্টাইন আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন সহ একাধিক বিষয়। এতে শিক্ষার্থীরা পড়ছেন আইনি জটিলতায় ও বিভ্রান্তির মধ্যে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ছাত্র বা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় জানতেই পারছে না, কখন সেই শিক্ষার্থীর তথ্য স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ইনফরমেশন সিস্টেম থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এই অনলাইন সিস্টেমটি দিয়ে আন্তর্জাতিক ছাত্রদের ট্র্যাক করে থাকে।

এছাড়াও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের পরিকল্পনাঐচ্ছিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়ার ইচ্ছা।

আমেরিকায় পড়াশোনার পর কাজ করার এই সুযোগটি বহু আন্তর্জাতিক ছাত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন কংগ্রেসে ইতিমধ্যেই 'ফেয়ারনেস ফর হাই-স্কিলড আমেরিকান অ্যাক্ট অফ ২০২৫' নামে একটি বিল পেশ হয়েছে, যার মাধ্যমে ওপিটি প্রোগ্রাম বন্ধ করা হবে।

এর পাশাপাশি, মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (ইউএসসিআইএস)-র প্রধান হিসেবে ট্রাম্প যাঁকে মনোনীত করেছেন, জোসেফ এডলো, তিনিও ওপিটি ও স্টেম অপটি প্রোগ্রাম বন্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে, আমেরিকায় পড়তে যাওয়া বা বর্তমানে সেখানে থাকা ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। শিক্ষাগত ও পেশাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় তাঁরা দিশাহারা।

সন্ত্রাসবাদীদের ১৯৪৭-এই নির্মূল করা উচিত ছিল, সরদার প্যাটেলের পরামর্শ উপেক্ষিত হয়েছিল: প্রধানমন্ত্রী মোদী

গান্ধীনগর, ২৭ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক জনসভায় বলেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর কাশ্মীরে যে প্রথম সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল, তখনই তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা উচিত ছিল। আজকের সন্ত্রাসবাদ সেই দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকেই বিকৃত রূপে উদ্ভূত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, "১৯৪৭-এ, যখন ভারত মাতাকে তিন টুকরো করা হল, সেই রাতেই কাশ্মীরের মাটিতে প্রথম সন্ত্রাসী হামলা হয়। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তথাকথিত মুজাহিদিনদের মাধ্যমে এক অংশ দখল করে নেওয়া হয়। সেইদিনই তাদের মৃত্যু-গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলা উচিত ছিল।" প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, তৎকালীন দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার বল্লভভাই প্যাটেল চেয়েছিলেন, যতক্ষণ না পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর (ঞ্জঞ্জ) পুনরুদ্ধার হচ্ছে, ততক্ষণ সেনাবাহিনী যেন অভিযান বন্ধ না করে। কিন্তু সেই পরামর্শ কংগ্রেস সরকার মানেনি বলে অভিযোগ করেন মোদী।

তিনি বলেন, "সেই সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, আজ এই সন্ত্রাসের চেহারা এমন ভয়াবহ হত না। আজ পহেলগাঁওয়ে যা ঘটেছে, তা সেই দিনের সন্ত্রাসেরই বিকৃত প্রতিচ্ছবি।"

প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "ভারতীয় সেনা সবসময় পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে। পাকিস্তান বুঝে গিয়েছে, সরাসরি যুদ্ধ করে ভারতকে হারানো সম্ভব নয়। তাই তারা সন্ত্রাসকে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। এটি কোনও প্রক্সি যুদ্ধ নয়, এটি পাকিস্তানের স্পষ্ট যুদ্ধনীতি।"

তিনি আরও বলেন, "সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। এটি শুধুমাত্র সীমান্ত পারের সমস্যা নয়, এটি আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত।"

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে।

শরুই লিলি উৎসব নিয়ে মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন কুকি ছাত্র সংগঠনের দিল্লি সভাপতি, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানালেন

নয়াদিল্লি / ইম্ফল, ২৭ মে: শিরুই লিলি উৎসব সংক্রান্ত তার সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তির জবাব দিলেন কুকি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন দিল্লি ও এনসিআরের সভাপতি পাওজাখুপ গুইটে। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তার বক্তব্য উৎসবের বিরুদ্ধে নয়, বরং মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই ছিল।

গুইটে বলেন, "আমার বক্তব্য ছিল একটি সতর্কবার্তাযাতে উত্তেজনা না বাড়ে এবং কোনও প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে। দুর্ভাগ্যবশত, আমার কথা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি উসকানিমূলক নয়, বরং জননিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ থেকেই বলা হয়েছিল।"

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, চলমান উত্তেজনার মধ্যে কিছু গোষ্ঠী উৎসবকে ব্যবহার করে নির্ধারিত 'বাফার জোন' অতিক্রম করার চেষ্টা করতে পারে। এই বাফার জোনগুলি সংঘাতপ্রবণ এলাকাগুলিকে পৃথক রাখতে এবং শান্তি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে তিনি মনে করেন।

গুইটে বলেন, "সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির অনিয়ন্ত্রিত চলাচল বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। এই হুমকিগুলি উপেক্ষা করা মানে স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বিপদের মুখে ফেলা।"

তিনি আশ্বস্ত করেন, কুকি সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে শিরুই লিলি উৎসবের বিরুদ্ধে কোনও সংগঠিত বিরোধিতা নেই। তবে জনসমাবেশ ও উৎসব আয়োজনের ক্ষেত্রে সকল পক্ষকে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানান তিনি।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের কথাও উল্লেখ করেন গুইটে, যেখানে মণিপুরে আইন-শৃঙ্খলার ভাঙনের কথা বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের প্রতি জনআস্থার অবক্ষয় ঘটেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

গুইটে আরও বলেন, তার কোনো গ্রামভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল বা মিলিশিয়ার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। বরং তিনি সবসময় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পক্ষে। "আমি কখনোই সহিংসতা সমর্থন করিনি, আমার বক্তব্য অস্ত্রধারণের আহ্বান ছিল না। বরং এটি ছিল ভারসাম্য বজায় রেখে শান্তি স্থাপনের একটি সতর্ক অনুরোধ।"

শেষে তিনি বলেন, "আমি এই মহান দেশের একজন শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে একতার পক্ষে ও সকলের জীবনের সুরক্ষার পক্ষে দাঁড়িয়েছি। বাফার জোন বিভাজনের প্রতীক নয়, বরং উত্তেজনা কমানোর ও জনগণের সুরক্ষার একটি প্রয়োজনীয় উপায়।"

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং অনুমোদন দিলেন উন্নত মাঝারি যুদ্ধবিমান কর্মসূচির কার্য্যনির্বাহ মডেল

নয়াদিল্লি, ২৭ মে: প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ভারতের স্বদেশী প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত মাঝারি যুদ্ধবিমান কর্মসূচির কার্য্যনির্বাহ মডেলকে অনুমোদন দিয়েছেন। এই মডেল ভারতীয় বিমানচালনা শিল্পের জন্য একটি শক্তিশালী ঘরোয়া পরিবেশ গঠনের দিকে বড় পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, এই কর্মসূচির আওতায় সরকারি ও বেসরকারি খাত উভয়কেই প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তিতে সমান সুযোগ প্রদান করা হবে। এতে অংশগ্রহণকারী সংস্থা বা দরপত্রকারী সংস্থাকে ভারতীয় আইন ও বিধি মেনে পরিচালিত একটি ভারতীয় কোম্পানি হতে হবে।

মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, এই কর্মসূচি স্বদেশী প্রযুক্তি ও দক্ষতার ব্যবহার করে এএমসিএ প্রোটোটাইপ তৈরি করার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, যা ভারতের বিমানচালনা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এএমসিএ একটি পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ ক্ষমতাসম্পন্ন মাল্টিরোল ফাইটার জেট, যা সম্পূর্ণরূপে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে নির্মিত হওয়ার কথা। এটি ভবিষ্যতে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধক্ষমতা বহুলাংশে বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অরুণাচল প্রদেশে বিরোধিতার মুখে সিয়াং মেগা ড্যাম, ধারা ১৪৪ লঙ্ঘনের অভিযোগে মানবাধিকার কর্মী এবো মিলির বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ

ইটানগর, ২৭ মে: বিতর্কিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়ছে অরুণাচল প্রদেশে। এই প্রেক্ষাপটে সিয়াং জেলার ডেপুটি কমিশনার পি. এন. থুংগন মানবাধিকার ও পরিবেশকর্মী এবো মিলির বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ, বেগিং গ্রামে এক প্রতিবাদ আন্দোলনের সময় তিনি ধারা ১৪৪ লঙ্ঘন করেছেন।

গত ২৩ মে বেগিং গ্রামে আয়োজিত এই বিক্ষোভে ৪০০-রও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তারা প্রস্তাবিত ১১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী মেগা ড্যামের বিরুদ্ধে সরব হন। এই প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেন এবো মিলি ও সিয়াং ইন্ডিজেনাস ফার্মার্স' ফোরামের সদস্যরা। উল্লেখযোগ্যভাবে, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একদিন আগেই গণসমাবেশ নিষিদ্ধ করে ধারা ১৪৪ জারি করা হয়েছিল।

সরকারি সূত্র অনুযায়ী, এবো মিলির বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর ১৩৫, ১৯১ ও ৩২৪ নম্বর ধারা, এবং পাবলিক প্রপার্টি ক্ষয়রোধ আইন-এর ৩ ও ৪ নম্বর ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

প্রাদেশিক সরকার ইতিমধ্যেই ড্যাম নির্মাণের প্রাক-সমীক্ষার কাজে প্রযুক্তি দলের সহায়তায় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করেছে। এর ফলে স্থানীয় আদিবাসী জনগণের মধ্যে আশঙ্কা ও অসন্তোষ আরও বেড়েছে। সিয়াং ও আপার সিয়াং জেলার বাসিন্দারা আশঙ্কা করছেন, এই প্রকল্প তাদের পূর্বপুরুষদের জমি ও নদী ব্যবস্থার অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনবে।

এর আগেও দু''বার গ্রেপ্তার হয়েছেন এবো মিলি, যখন তিনি একই প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি একজন সুপরিচিত আদিবাসী অধিকার এবং পরিবেশ সংরক্ষণকর্মী হিসেবে পরিচিত।

এদিকে এই অভিযোগ এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপকে গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলে দাবি করেছে একাধিক মানবাধিকার সংগঠন। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের ভূমি, নদী ও জীবনযাত্রার সুরক্ষা চান, এবং এই ধরণের অভিযোগ তাদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়।

৫

সিঙ্গাপুর ব্যাডমিন্টন ওপেন : প্রথম রাউন্ডেই বিদায় তনিশা-ধ্রুব জুটিব

সিঙ্গাপুর, ২৭ মে : সিঙ্গাপুর ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে হতাশাজনক শুরু করলো ভারতের শীর্ষ মিক্সড ডাবলস জুটি তনিশা ক্রাস্টো এবং ধ্রুব কপিলা। চীনের ঝাং চি এবং চেং জিংয়ের বিপক্ষে তারা প্রথম রাউন্ডেই হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলেন। ম্যাচে ভারতীয় জুটি ১৮-২১, ১৩-২১ ব্যবধানে পরাজিত হয়।

অপরদিকে, আরেক ভারতীয় মিক্সড ডাবলস জুটি অমৃতা প্রমথেশ ও অশীত সূর্য্যও টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডেই হেরে যান। তাদের পরাজিত করে জাপানের সায়াকা হোবারা এবং ইউইচি শিমোগামি জুটি। ম্যাচের ফলাফল ছিল ১১-২১, ১৭-২১। নারী এককের প্রথম রাউন্ডেও ভারতের জন্য সুখবর ছিল না। মালবিকা বানসোড় থাইল্যান্ডের সুপানিদা কাতেথোংয়ের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও ২১-১৪, ১৮-২১, ১১-২১ ব্যবধানে হেরে যান এবং প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেন।

সিঙ্গাপুর ওপেনের শুরুতেই ভারতীয় শিবিরের এমন পারফরম্যান্সে হতাশা ছড়িয়েছে ব্যাডমিন্টনপ্রেমীদের মধ্যে। এখন নজর পুরুষ একক ও অন্যান্য বিভাগে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের দিকে।

এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সারভিন সেবাস্টিয়ানের ব্রোঞ্জ, ভারতের পদক যাত্রা শুরু

গুমি, ২৭ মে : দক্ষিণ কোরিয়ার গুমিতে চলমান এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের সারভিন সেবাস্টিয়ান পুরুষদের ২০ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জিতে দেশের জন্য প্রথম পদক এনে দিলেন। তিনি এক ঘণ্টা ২১ মিনিট ১৩.৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। এই ইভেন্টে চীনের ওয়াং ঝাওঝাও স্বর্ণপদক জয় করেন, আর রৌপ্য পদক যায় জাপানের কেন্টো ইয়োশিকাওয়ার ঝুলিতে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী আরেক ভারতীয় অ্যাথলেট, অমিত, পঞ্চম স্থানে শেষ করেন। সারভিনের এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে ভারত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পদক তালিকায় নাম লেখাল। ভারতের অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন এই ফলাফলে খুশি হলেও এখনও আরও পদকের আশায় রয়েছে।

মণিপুরে জঙ্গিদের অস্ত্র সরবরাহে যুক্ত থাকার অভিযোগে মিজোরামের ৩ বাসিন্দার বিরুদ্ধে এনআইএ চার্জশিট

আইজল/গুয়াহাটি, ২৭ মে: মণিপুর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর হাতে অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহের অভিযোগে মিজোরামের তিন বাসিন্দার বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট দায়ের করল জাতীয় তদন্ত সংস্থা। অ ভি যু ক্ত ব া হলেনভানলালদাইলোভা, লালমুয়ানপুইয়া এবং লালরিনছুঙ্গা ওরফে আলবার্ট।

২০২৪ সালের ৬ ডিসেম্বর এনআইএ-র নেতৃত্বে অভিযুক্তদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি এবং বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার হয়। এরপরই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এনআইএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই তিনজন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত সাম্প্রতিক জাতিগত হিংসা এবং জঙ্গি কার্যকলাপকে প্ররোচিত ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

তারা সক্রিয়ভাবে একটি আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং মণিপুরে সক্রিয় একাধিক জঙ্গি গোষ্ঠীর কাছে অস্ত্র সরবরাহ করতেন।

তদন্তে উঠে এসেছে, এই অবৈধ অস্ত্র সরবরাহের ফলে মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে এবং উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এই কর্মকাণ্ডে তাদের ভূমিকা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং সংগঠিত।

তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি , অস্ত্র আইন , এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন -এর একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে এনআইএ।

সংস্থার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, "উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাস ও সংঘবদ্ধ অপরাধের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে এনআইএ দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এমন অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।"

মেঘালয়: পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা নবায়নকে "রাজনৈতিক পদক্ষেপ" বলে প্রত্যাখ্যান করল নিষিদ্ধ ঘোষিত এইচএনএলসি

শিলং, ১১ মে: নিষিদ্ধ ঘোষিত হিন্যেউত্রেপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিচারিক ট্রাইবুনালের রায়কে 'আদিবাসী কণ্ঠর দমন' হিসেবে বর্ণনা করেছে। ১০ মে দেওয়া রায়ে ট্রাইবুনাল ইউএপিএ আইনের অধীনে সংগঠনটির ওপর আর পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখে।

বিচারপতি সৌমিত্র সাইকিয়া-এর নেতৃত্বাধীন ট্রাইবুনাল জানিয়েছে, এইচএনএলসি এখনো সশস্ত্র কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের নভেম্বর মাস থেকে এই সংগঠনটি নিষিদ্ধ, যার সর্বশেষ নবায়ন হয় ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে।

এইচএনএলসি-র সাধারণ সম্পাদক সাঞ্জুপার নঙত্রাও এক বিবৃতিতে বলেন, 'ইউএপিএ এখন রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আমাদের সংগ্রাম সন্ত্রাসবাদ নয়, এটি হিন্যেউত্রেপ জনগণের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই।'

সরকারের পেশ করা তথ্যমতে, নভেম্বর ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সংগঠনটির বিরুদ্ধে মোট ৪৮টি অপরাধমূলক মামলার নথিভুক্ত হয়েছে। মেঘালয়ের বিভিন্ন জেলায় বিস্ফোরণ এবং অন্যান্য অপরাধে এইচএনএলসি-র সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। একই সময়ে নিরাপত্তা বাহিনী ৭৩ জন সন্দেহভাজন ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে। এছাড়া আসামের ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট -সহ অন্যান্য বিদ্রোহী সংগঠনের সঙ্গে এইচএনএলসি-র যোগাযোগের কথাও উঠে আসে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, সংগঠনটি ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে রাজ্যের তরুণদের প্রলোভিত ও চরমপন্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বেশ কয়েকটি গ্রেপ্তারের ঘটনা সামনে এসেছে, যেখানে ধৃতদের "ওভারগ্রাউন্ড" কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তবে নঙত্রাও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, 'যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা শুধুমাত্র আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল। সরকার সংখ্যা বাড়িয়ে প্রকৃত আদিবাসী আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদের মোড়কে দমন করছে।'

সংগঠনটির পক্ষে অ্যাডভোকেট ফার্নান্ডো শ্যাংলিয়াং ট্রাইবুনালে সওয়াল করলেও, নঙত্রাও অভিযোগ করেন, তাদের বক্তব্য ট্রাইবুনাল শোনেনি। তাঁর ভাষায়, 'ট্রাইবুনাল নিজেই অসাংবিধানিক এবং আদিবাসী দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকৃতি দেয় না।'

এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ হোয়াটসঅ্যাপকে একাধিক বাংলাদেশি নম্বরের বিষয়ে তথ্য দিতে নোটিশ পাঠিয়েছে, যেগুলি থেকে হুমকি বার্তা পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ। হোয়াটসঅ্যাপ এখনও সেই নোটিশের উত্তর দেয়নি।

এই নিষেধাজ্ঞা নবায়নের ফলে, আগামী পাঁচ বছর এইচএনএলসি ভারতে নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবেই থাকবে। এর ফলে সংগঠনটির সদস্য ও সমর্থকরা ইউএপিএ-সহ বিভিন্ন সন্ত্রাস বিরোধী আইনের আওতায় অভিযুক্ত হতে পারেন।

এই পরিস্থিতি উত্তর-পূর্ব ভারতের জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ক্ষোভ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি বনাম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা উদ্বেগএই দুই মেরুর সংঘাতকে আরও গভীর করেছে।

মঙ্গলবার আগরতলায় এসএফআইয়ের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

Page 3_5_7.pmd 3 28-05-2026, 00:08

দিল্লির ৪৭.৭৬ কোটি টাকার জমি দখল মামলায় ইডির চার্জশিট, বাজেয়াপ্ত ৪৫.৮৪ কোটি টাকার সম্পত্তি

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (আইএএনএস): দিল্লির বহুচর্চিত জমি দখল মামলায় বড় পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ৪৭.৭৬ কোটি টাকার এই মামলায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় দিল্লির সাকেত বিশেষ আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

ইডি জানিয়েছে, মামলায় এম/এস তারবিয়া এডুকেশন ফাউন্ডেশন, জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকি, বিনোদ কুমার এবং শ্রীওম চৌহানের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন অভিযুক্তদের আগেই গ্রেফতার করেছিল ইডি।

দিল্লি পুলিশের দায়ের করা একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগ, নয়াদিল্লির মদনপুর খাদর গ্রামের খাসরা নম্বর ৭৯২-এর জমি জালিয়াতির মাধ্যমে দখল করা হয়েছিল।

তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা জাল এবং ভুয়ো নথি ব্যবহার করে জমিটি অবৈধভাবে তারবিয়া এডুকেশন ফাউন্ডেশনের নামে হস্তান্তর করে। এর মধ্যে জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (জিপিএ) এবং অন্যান্য মালিকানা সংক্রান্ত নথিও ছিল।

ইডির তদন্তে জানা যায়, জমি হস্তান্তরের জন্য ব্যবহৃত জিপিএগুলির তারিখ ছিল ৭ জানুয়ারি, ২০০৪। কিন্তু প্রকৃত জমির মালিকদের মধ্যে কয়েকজন ওই তারিখের বহু বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন।

তদন্তকারীদের দাবি, জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকি এবং তাঁর সহযোগীরা মৃত জমির মালিকদের স্বাক্ষর ও আঙুলের ছাপ জাল করে জমি দখলের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। অভিযোগ, ২০১২-১৩ সালে ওই জাল নথি তৈরি করা হয়, যা পরে জমি হস্তান্তরের কাজে ব্যবহার করা হয়।

অভিযোগ, এই অবৈধ লেনদেনকে বৈধ দেখাতে অভিযুক্তরা পরস্পরের যোগসাজশে একাধিক ব্যাংক লেনদেনের ভানও তৈরি করেছিলেন।

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, জমি দখলের সঙ্গে জড়িত বিপুল পরিমাণ নগদ লেনদেনও করেছিলেন জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকি।

ইডির দাবি, এই মামলায় অপরাধলব্ধ অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪৭.৭৬ কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই ৪৫.৮৪ কোটি টাকা মূল্যের বিতর্কিত জমি বাজেয়াপ্ত করেছে সংস্থা। ওই জমি অবৈধভাবে জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকি এবং তারবিয়া এডুকেশন ফাউন্ডেশনের দখলে ছিল বলে অভিযোগ।

তদন্তকারী সংস্থার মতে, নথি জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের মাধ্যমে সংঘটিত একটি সুপরিকল্পিত জমি প্রতারণার ঘটনা এটি। এখনও তদন্ত চলছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জ্বালানির দাম বৃদ্ধির জেরে অভ্যন্তরীণ রুটে উড়ান কমাচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (আইএএনএস): মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের জেরে বিমান জ্বালানির দাম ব্যাপক বেড়ে যাওয়ায় খরচ কমাতে জুন থেকে অগস্টের মধ্যে একাধিক অভ্যন্তরীণ রুটে উড়ানের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। বুধবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন বিমান সংস্থাটি।

এর আগে আন্তর্জাতিক রুটের কিছু পরিষেবাও সাময়িকভাবে কমানোর ঘোষণা করেছিল এয়ার ইন্ডিয়া। সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "জুন থেকে অগস্টের মধ্যে নির্বাচিত আন্তর্জাতিক পরিষেবায় পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় একই সময়ে কিছু অভ্যন্তরীণ রুটেও সাময়িকভাবে উড়ানের সংখ্যা কমানো হয়েছে।"

ক্ষতি কমানোর চাপে থাকা এয়ার ইন্ডিয়া প্রায় ২০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উড়ান কমাতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে জ্বালানি খরচ কমবে। বিমান সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয়ের প্রায় ৪০ শতাংশই জ্বালানির পিছনে ব্যয় হয়।

এয়ার ইন্ডিয়ার এক আধিকারিক জানান, ইরান যুদ্ধের আগে সংস্থার বিমান জ্বালানির দাম প্রতি কিলোলিটারে প্রায় ৮০ হাজার টাকা ছিল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২০২৬-এ ৫ লক্ষ কোটি টাকা বেড়েছে মূল্য, ২০ লক্ষ কোটির কাছাকাছি আদানি গোষ্ঠীর বাজার মূলধন

আমদাবাদ, ২৭ মে (আইএএনএস): আদানি গোষ্ঠীর তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির সম্মিলিত বাজার মূলধন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ২০ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। চলতি বছরে (ইয়ার-টু-ডেট বা ওয়াইটিডি) গোষ্ঠীর বাজার মূল্যে প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকা যোগ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শক্তিশালী আর্থিক ফলাফল এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরার কারণেই এই উত্থান ঘটেছে।

আদানি গোষ্ঠীর সংস্থাগুলির মধ্যে চলতি বছরে সম্পদ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে আদানি পাওয়ার। সংস্থাটির বর্তমান বাজার মূলধন ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ১৬৭ কোটি টাকা, যা গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত সংস্থাটি একাই বাজার মূল্যে ২ লক্ষ ২ হাজার ৫১১ কোটি টাকা যোগ করেছে।

এরপর রয়েছে আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন (এপিএসইজেড)-এর বাজার মূলধন ৪ লক্ষ ২০ হাজার ৬১১ কোটি টাকা। আদানি এন্টারপ্রাইজেসের বাজার মূল্য দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা।

এছাড়া আদানি গ্রিন এনার্জির বাজার মূলধন ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৭৭ কোটি টাকা এবং আদানি এনার্জি সলিউশন্সের মূল্য ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। অম্বুজা সিমেন্টসের বাজার মূল্য ১ লক্ষ ১৩ হাজার ১২ কোটি টাকা।

গোষ্ঠীর অন্যান্য তালিকাভুক্ত সংস্থার মধ্যে রয়েছে আদানি টোটাল গ্যাস, এসিসি, ওরিয়েন্ট সিমেন্ট, সাংঘি ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এনডিটিভি।

ওয়াইটিডি পারফরম্যান্সে আদানি এন্টারপ্রাইজেস ৯৩ হাজার ৫১ কোটি টাকা বাজার মূল্য বৃদ্ধি করেছে। আদানি পোর্টসের বৃদ্ধি ৮২ হাজার ২২২ কোটি টাকা। অন্যদিকে আদানি গ্রিন এনার্জি ৭৭ হাজার কোটি এবং আদানি এনার্জি সলিউশন্স ৬০ হাজার ৭৮০ কোটি টাকা বাজার মূল্যে যোগ করেছে।

এই উত্থানের ফলে আদানি গোষ্ঠীর তিনটি সংস্থা এখন ভারতের শীর্ষ ২০ তালিকাভুক্ত কোম্পানির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। আদানি পাওয়ার রয়েছে ১১তম স্থানে, আদানি পোর্টস ১৫তম এবং আদানি এন্টারপ্রাইজেস ২০তম স্থানে রয়েছে।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, ধারাবাহিকভাবে ভাল আর্থিক ফলাফল, বিনিয়োগকারীদের ইতিবাচক মনোভাব এবং আন্তর্জাতিক ব্রোকারেজ সংস্থা বার্নস্টেইনের সাম্প্রতিক ইতিবাচক মূল্যায়ন এই উত্থানের প্রধান কারণ।

জনসংখ্যাগত পরিবর্তন খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন 'ঐতিহাসিক', মোদীকে ধন্যবাদ মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর

ইম্ফল, ২৭ মে (আইএএনএস): দেশে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন নিয়ে সমীক্ষার জন্য কেন্দ্রের উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচন্দ সিংহ। এই উদ্যোগের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৫ সালের ১৫ অগস্ট 'হাই-পাওয়ার্ড ডেমোগ্রাফি মিশন'-এর ঘোষণা করেছিলেন। পরে ২০২৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের মাধ্যমে সেই উদ্যোগ বাস্তব রূপ পায়। তাঁর মতে, মণিপুর-সহ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মানুষের জন্য এটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যেরও প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন শুধু দেশের সার্বভৌমত্বের সঙ্গেই জড়িত নয়, এর সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং উপজাতি সমাজের সুরক্ষার বিষয়ও যুক্ত।

খেমচন্দ সিংহ আশ্বাস দেন যে অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণে দেশে জনসংখ্যার পরিবর্তন নিয়ে যে উচ্চপর্যায়ের কমিটি বিস্তারিত সমীক্ষা করবে, তাকে মণিপুর সরকার পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

তিনি আরও বলেন, দেশের সীমান্ত সুরক্ষা এবং জনসংখ্যাগত ভারসাম্য রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অঙ্গীকারের জন্য মণিপুরের মানুষ কৃতজ্ঞ।

উল্লেখ্য, এই উচ্চপর্যায়ের কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওলেকরকে। এছাড়া সদস্য হিসেবে রয়েছেন জনগণনা কমিশনারের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক দুর্গাশঙ্কর মিশ্র, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক বালাজি শ্রীবাস্তব এবং অর্থনীতিবিদ ড় শমিকা রবি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 'ফরেনার্স-১' বিভাগের যুগ্মসচিব কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটিকে এক বছরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে কমিটির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানো যেতে পারে।

এর আগে মঙ্গলবার সমাজমাধ্যম 'এক্স'-এ অমিত শাহ লিখেছিলেন, "জনসংখ্যাগত পরিবর্তন একটি গুরুতর বিষয়। এটি শুধু দেশের সার্বভৌমত্ব নয়, জাতীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক কাঠামো এবং উপজাতি সমাজের সুরক্ষার সঙ্গেও জড়িত।"

তিনি আরও জানান, এই কমিটি অবৈধ অনুপ্রবেশ ও অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণে সারা দেশে হওয়া জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের বিস্তারিত মূল্যায়ন করবে এবং এর মোকাবিলায় সময়বদ্ধ সমাধানের রূপরেখা দেবে।

এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত বিজেপির, 'কংগ্রেসের আসল চেহারা প্রকাশ্যে'

নয়াদিল্লি, ২৭ মে (আইএএনএস): বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি। দলের দাবি, এই রায়ে কংগ্রেসের 'দ্বিচারিতা' এবং 'আসল চরিত্র' প্রকাশ্যে এসেছে।

বুধবার দলীয় সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র এবং সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় কংগ্রেসের "সম্পূর্ণ পরাজয়"। তাঁর দাবি, নৈতিক, বিচারিক এবং সাংবিধানিক সব দিক থেকেই কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে।

ত্রিবেদী বলেন, "বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বড় পরাজয়ের পর দেশে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করেছিল কংগ্রেস। সেটাই ছিল তাদের নৈতিক পরাজয়। আর আজ সুপ্রিম কোর্ট তাদের আবেদন খারিজ করেছে। ফলে এটি নৈতিক, বিচারিক ও সাংবিধানিক সব দিক থেকেই কংগ্রেসের সম্পূর্ণ হার।"

তিনি দাবি করেন, শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে যে এসআইআর আইনসম্মত এবং তা জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন (আরপিএ)-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পাশাপাশি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'প্রতারণা' ও 'দ্বিচারিতা'-র অভিযোগ তুলে বিজেপি সাংসদ বলেন, ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ও বিতর্ক তৈরির চেষ্টা করেছে বিরোধী দল।

এরপর আরও কড়া ভাষায় কংগ্রেসকে আক্রমণ করে ত্রিবেদী বলেন, "আজ তাদের মতাদর্শ ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত, বিভ্রান্তিমূলক প্রচার আমেরিকার সঙ্গে, পরিবার ইতালির সঙ্গে আর ভোট বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত।"

তিনি আরও বলেন, "কংগ্রেস এবং বিশেষ করে রাহুল গান্ধীর উচিত আত্মসমালোচনা করা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অপমান বা হেয় করা থেকে বিরত থাকা।"

সুধাংশু ত্রিবেদী কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নির্বাচনী প্রচারে সক্রিয় থাকলেও কংগ্রেস নেতৃত্ব মাটিতে নেমে কাজ করেনি।

সাব্রুমে ২৯মে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মহড়া অনষ্ঠিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে: প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মহড়াকে সফল ভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ সাবুম মহকুমার মহকুমা শাসকের অফিসের সভা কক্ষে এক প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহকুমার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। আগামী ২৯মে সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিটে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত এলাকায় এই মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। মহকুমা শাসক সুমন রক্ষিত বলেন, এই মহড়া চলাকালীন সময়ে জনসাধারণ যেন আতঙ্কিত না হন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে কিভাবে মানুষকে বিপদ থেকে অতিদ্রুত রক্ষা করা যায় তার জন্যই ঐদিন আগাম প্রস্তুতি ও মহড়া অনুষ্ঠিত হবে।

বকরিদের আগে নোয়ডা-গ্রেটার নোয়ডায় ১৬৩ ধারা জারি, অনুমতি ছাড়া জমায়েত-বিক্ষোভে নিষেধাজ্ঞা

গ্রেটার নোয়ডা, ২৭ মে (আইএএনএস): বকরিদ উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে নোয়ডা এবং গ্রেটার নোয়ডায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-এর ১৬৩ ধারা জারি করল গৌতম বুদ্ধ নগর পুলিশ কমিশনারেট। বুধবার এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

পুলিশ কমিশনারের দফতর থেকে জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, ২৮ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত পূর্বানুমতি ছাড়া কোনও ধরনের বিক্ষোভ, আন্দোলন বা জমায়েত করা যাবে না।

পুলিশ জানিয়েছে, বকরিদ উপলক্ষে কুরবানি, নামাজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই সময় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা বা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ যাতে শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে, সেই কারণেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বা ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের পূর্বানুমতি ছাড়া পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তি কোনও মিছিল, জমায়েত বা বিক্ষোভ সংগঠিত করতে পারবেন না।

এছাড়াও ড্রোন ক্যামেরা ব্যবহার করে ছবি তোলা বা ভিডিওগ্রাফির উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ধর্মীয় স্থান, জনসমাগম এলাকা এবং শোভাযাত্রায় লাউডস্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আগের নিয়ম বহাল থাকবে। রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত শব্দবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোনও ধর্মীয় স্থান, দেওয়াল বা জনপরিসরে ধর্মীয় পতাকা, ব্যানার, পোস্টার বা অনুরূপ সামগ্রী টাঙানোর উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এছাড়া কোনও সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ উস্কে দিতে পারে এমন উত্তেজনামূলক ভাষণ, ভিডিও, অডিও বা সমাজমাধ্যমে পোস্ট ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছে প্রশাসন।

খোলা জায়গায় অস্ত্র প্রদর্শনেও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তরোয়াল, বর্শা, কুঠার, ত্রিশূল, ছুরি, লাঠি, হকি স্টিক, দাহ্য পদার্থ বা বিস্ফোরক সামগ্রী প্রকাশ্যে বহন করা যাবে না।

পাশাপাশি জনসমক্ষে মদ্যপান বা মাদক সেবনেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ছাদ বা খোলা জায়গায় ইট, পাথর, সোডার বোতল বা বিস্ফোরকজাতীয় সামগ্রী মজুত রাখলেও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে গুজব না ছড়ানো, নিয়ম মেনে চলা এবং কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ চোখে পড়লে দ্রুত পুলিশকে জানানোর আবেদন জানানো হয়েছে।

সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন কাশিপুর

● প্রথম পাতার পর

দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বুধবারের সামান্য বৃষ্টিতেই ফের এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা।

এদিন এলাকার মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্থায়ী সমাধানের দাবি জানান। প্রশাসনের তরফে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন স্থানীয়রা।

ত্রিপুরা বার অ্যাসোর নির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

আগামী দু'দিনে আরও বেশ কয়েকজন আইনজীবী মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। পাশাপাশি নির্বাচন অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের এই নির্বাচনকে ঘিরে আইনজীবী মহলে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে।

জাল নোট ও নেশা

● প্রথম পাতার পর

সকালে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে খোয়াই জেলা গোয়েন্দা পুলিশ বাগান বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে প্রথমে তাঁর কাছ থেকে ৯ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পুলিশ পশ্চিম সোনাতলায় তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে আরও ১৩ হাজার ৬০০ টাকার জাল নোট এবং ৫৫টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। বুধবার অভিযুক্তকে খোয়াই জেলা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে জাল নোট ও মাদক কারবারের মতো গুরুতর অভিযোগ সামনে আসায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঈদ-উল-জোহা (বকরিদ) হচ্ছে ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও মানবতার এক পবিত্র উৎসব। আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের মহান আদর্শের মধ্য দিয়ে ঈদ উদযাপনের এই লগ্নে রচিত হয় আমাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য। রাজ্যের উন্নয়নের ধারায় উৎসবের এই বার্তা প্রসারিত হোক সকল জনগণের উপলব্ধি ও আত্মচেতনায়। ঈদ-উল-জোহা (বকরিদ) উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুস্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি ও সুন্দর জীবন কামনা করেন।

অপরদিকে, আগামীকাল পবিত্র ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ। সেই উপলক্ষে আগরতলার ঐতিহ্যবাহী গেদু মিয়াঁর মসজিদে চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি। উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

পবিত্র ঈদকে সামনে রেখে মসজিদ প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ চলছে পুরোদমে। রঙের প্রলেপ, আলোকসজ্জা, নামাজের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং মুসল্লিদের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মসজিদের ভেতর ও বাইরে সাজসজ্জার কাজও শেষ পর্যায়ে।

মসজিদের ইমাম মৌলানা আসাদউদ্দিন জানান, আগামীকাল সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে পবিত্র ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। তিনি সকল ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের নির্ধারিত সময়ের আগেই মসজিদে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানান।

চরম অব্যবস্থার অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

নিচে নেমে পালিয়ে যায় তারা। ঘটনার পর থেকেই সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারের বিরুদ্ধে জনরোষ বাড়তে শুরু করেছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই কেন্দ্রে আবাসিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, অব্যবস্থাপনা, অপর্যাপ্ত খাবার এবং নজরদারির ঘাটতির মতো নানা সমস্যা চলছিল। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলেই দাবি স্থানীয়দের।প্রশ্ন উঠছে, যে কেন্দ্র নাবালিকাদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য তৈরি, সেখানে যদি ন্যূনতম খাবার ও মানবিক পরিবেশই নিশ্চিত না হয়, তাহলে সেই কেন্দ্রের কার্যকারিতা কোথায়? শুধু উদ্ধার করাই কি প্রশাসনের দায়িত্ব, নাকি তাদের নিরাপদ ও সম্মানজনকভাবে রাখার দায়ও প্রশাসনেরতা নিয়েও শুরু হয়েছে আলোচনা।সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারের ইনচার্জ বুল্টি রানী দত্ত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও খাবার ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলতে চাননি।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। সচেতন নাগরিকদের দাবি, পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা পুনর্বিবেচনা করা জরুরি।

চালু 'মিশন কুইন আনারস'

● প্রথম পাতার পর

শৃঙ্খল গড়ে তোলা, যাতে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট সমৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠেন।"

মিশনের অধীনে প্রধান পরিকাঠামোগত উপাদানগুলো তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচির আওতায় একটি "হাব অ্যান্ড স্পোক" সমন্বিত আনারস ফসল-পরবর্তী ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হবে। এর মধ্যে থাকবে আগরতলা বিমানবন্দরের কাছে একটি কেন্দ্রীয় হাব এবং পশ্চিম ত্রিপুরা, খোয়াই ও সিপাহিজলা জেলার প্রধান আনারস উৎপাদনকারী এলাকাগুলোতে আটটি স্পোক সংগ্রহ কেন্দ্র। এই পরিকাঠামোর মধ্যে থাকবে গ্রেডিং সুবিধা, কোল্ড স্টোরেজ, রিফার লজিস্টিকস, সোলার কোল্ড স্টোরেজ, আইওটি-সক্ষম খামার পর্যবেক্ষণ এবং ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, বেসরকারি অংশীদারদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নেরাম্যাক কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং মডেলের মাধ্যমে নালকাটা আনারস প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটটি পুনরুজ্জীবিত করা হবে। এই কেন্দ্রটি আনারস-ভিত্তিক পণ্যের বাণিজ্যিক পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ এবং মূল্য সংযোজনে সহায়তা করবে।

মিশনের জৈব-অর্থনীতি কৌশলের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন যে, বর্তমানে বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেওয়া আনারস গাছের প্রায় ৬০ শতাংশ ব্রোমেলিন নিষ্কাশন, আনারস পাতার আঁশ প্রক্রিয়াকরণ এবং জিআই-ব্র্যান্ডেড মূল্য সংযোজিত পণ্যে রূপান্তরিত করা হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই উদ্যোগগুলো নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে এবং একই সাথে আনারস চাষকে ঘিরে চক্রাকার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরার জিআই-ট্যাগপ্রাপ্ত কুইন আনারসকে কেন্দ্র করে এই বহুমুখী প্রকল্প রাজ্যের প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে, বাজার ব্যবস্থাকে সুসংহত করবে এবং কুইন আনারসকে বিশ্ববাজারে একটি স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

তিনি আরও বলেন, "ফসলের উৎপাদন ঘাটতি কমানো এবং রপ্তানির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ও কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'র ভূয়সী প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই নীতির ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, ত্রিপুরার প্রায় ৭০ শতাংশ এলাকা পাহাড় ও টিলা অধ্যুষিত হওয়ায় এখানকার কৃষি-জলবায়ুগত পরিবেশ আনারস চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। রাজ্যে প্রধানত জনজাতি কৃষকদের দ্বারা কুইন ও কিউ জাতের আনারস চাষ করা হয়। ত্রিপুরার রাজ্যফল 'কুইন আনারস' তার অনন্য সুগন্ধ, সোনালি-হলুদ রং ও আঁশহীন গঠনের জন্য দেশ-বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত।

মন্ত্রী জানান, মোট ২৩৬ কোটি টাকার প্রকল্পে কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রক দেবে ১৪৫ কোটি টাকা, কৃষি মন্ত্রক ৩০ কোটি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক ২৫ কোটি, এবং ত্রিপুরা সরকার দেবে ২০ কোটি টাকা। এছাড়াও আপেডা, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক, এমএসএমই মন্ত্রক এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

বর্তমানে ক্ষুদ্র কৃষকরা প্রতি কেজি আনারসের জন্য মাত্র ৬ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত মূল্য পান। অথচ প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানিযোগ্য কুইন আনারস আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি কেজি ৮০ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হতে পারে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কৃষকদের আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরার কুইন আনারস ভিটামিন এ, বি ও সি এবং ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম ও আয়রনের মতো খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। ২০১৮ সালের ৩ জুন প্রথমবারের মতো দুবাইয়ে ত্রিপুরার কুইন আনারস রপ্তানি করা হয়। এরপর কাতার, ওমান ও বাংলাদেশেও এই আনারস রপ্তানি শুরু হয়। পাশাপাশি ক্যানজাত আনারস জার্মানি ও রাশিয়াতেও পাঠানো হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, প্রকল্পটি মূলত তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত চাষ ব্যবস্থাপনা, ফসলোত্তর ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ, এবং ব্র্যান্ডিং ও বিপণন। এছাড়াও আনারসের পাতা থেকে ব্রোমেলেইন এনজাইম উৎপাদনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কৃষকেরা যেসব পাতা ফেলে দেন, সেগুলিকেই সম্পদে রূপান্তরিত করে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে ব্যবহারযোগ্য এনজাইম তৈরি করা হবে। পাশাপাশি আনারস থেকে বেকারি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের উদ্যোগও নেওয়া হবে। আনারস চাষিরা যে পাতাগুলো আজ আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেন, সেই পাতার মূল্য ১,৪৮৩ কোটি টাকা এই প্রকল্প সেই আবর্জনাকে সম্পদে রূপান্তরিত করে, ব্রোমেলেইন এনজাইম উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ করবে সরকার, যা আনারস থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং এটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর কাছে বিক্রি করা হবে।

ডোনার সচিব সঞ্জয় জাজু তার সূচনা বক্তব্যে মিশনটির বাস্তবায়ন কাঠামো সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং ত্রিপুরা কুইন আনারসের পূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য একটি মিশন-মোড পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারতের সবচেয়ে সুগন্ধি এবং কম আঁশযুক্ত আনারসের জাতগুলির মধ্যে অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও, ক্ষুদ্র চাষিরা বর্তমানে খামার পর্যায়ে প্রতি কেজিতে মাত্র ৬ থেকে ১০ টাকা পান, অথচ প্রক্রিয়াজাত এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর চেয়ে অনেক বেশি মূল্য পেতে পারে।

ডোনার সচিব সঞ্জয় জাজু আরো উল্লেখ করেন, এই মিশনের লক্ষ্য হলো এই খাতের প্রধান কাঠামোগত ঘাটতিগুলো, যেমন, ফসল-পরবর্তী ক্ষতি, সমন্বিত কোল্ড-চেইন পরিকাঠামোর অভাব, বাণিজ্যিক পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার অনুপস্থিতি, দুর্বল ব্র্যান্ডিং এবং সীমিত কাঠামো, ক্রেতা-সংযোগ ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলোকে পদ্ধতিগতভাবে সমাধান করা।

মিশনের কার্যক্রমের মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত থাকবে জিআই অনুমোদন কর্মশালা, কিউআর-ভিত্তিক শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, জিআই নগদীকরণ কাঠামো, ক্রেতা-বিক্রেতা বৈঠক, জৈব প্রত্যয়ন সহায়তা, রপ্তানি-প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ এবং ২৭শে জুন আন্তর্জাতিক আনারস দিবস উপলক্ষে "ত্রিপুরা কুইন আনারস উৎসব"-এর মতো বার্ষিক প্রধান অনুষ্ঠান।

এই মিশনের লক্ষ্য হলো ত্রিপুরা কুইন আনারসকে একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডে রূপান্তরিত করার পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে টেকসই জীবনযাত্রা, কৃষক-নেতৃত্বাধীন মূল্য সৃষ্টি এবং রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধিকে শক্তিশালী করা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডোনার ও ত্রিপুরা সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি কৃষক, উদ্যোক্তা এবং অন্যান্য অংশীজনরা উপস্থিত ছিলেন।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 28-05-2026, 01:25

রাজ্য রেটিং দাবায় চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে অগ্রজিত, শেখোয়াত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শীর্ষে থাকা অগ্রজিৎ পালকে ধরে ফেললেন শেখোয়াত হোসেন। ৫১ তম রাজ্য সিনিয়র ফিডে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায়। পাঁচ রাউন্ডের শেষে একক ভাবে শীর্ষে ছিলেন দক্ষিণ জেলার অগ্রজিৎ পাল। মঙ্গলবার ষষ্ঠ রাউন্ডে সোমরাজ সাহা-র সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করার পর সপ্তম রাউন্ডে রাজবীর আহমেদের সঙ্গে আবার পয়েন্ট ভাগ করেন অগ্রজিৎ। সাত রাউন্ডের শেষে অগ্রজিতের পয়েন্ট ছয়। এন এস আর সি সি-র যোগা হলঘরে এদিন সপ্তম রাউন্ডে সোমরাজ সাহাকে পরাজিত করে অগ্রজিতের সঙ্গে ছয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন ধর্মনগরের শেখোয়াত হোসেন। বুধবার সকালে অগ্রজিতের সঙ্গে খেলবেন শেখোয়াত। ওই ম্যাচে যে জয় পাবেন সেই খেতাবের দৌড়ে এগিয়ে যাবে। আসরে সাড়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কিংশুক দেবনাথ, রাজবীর আহমেদ, মেহেদ্বীপ গোপ, দিব্যজ্যোতি সরকার, উমাশংকর দত্ত, শৌভিক রায় চৌধুরী, অভিনব নাথ এবং অমন চাকমা। পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস, অনুপম নাথ, নীল কুমার দত্ত, সোমরাজ সাহা , রোহিতশ্ব দাস, কিংকর রায়, অন্তরীপ আচারিয়া, প্রসেনজিৎ নমঃশূদ্র এবং রোহিত বিশ্বাস। বুধবার সকালে অষ্টম এবং বিকেলে নবম রাউন্ডের খেলা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় হবে আসরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। তাতে উপস্থিত থাকার কথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, সভাপতি পদ্মশ্রী ড: দীপা কর্মকার, ক্রীড়া দপ্তরের অধিকতা সত্যব্রত নাথ এবং রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাজ্যের সকল অংশে ক্রীড়া মোদীদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ।

যোগেশ চক্রবর্তী স্মৃতি লীগ ক্রিকেটে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ ব্লাডমাউথ

ব্লাড মাউথ - ২৪৯/৯

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুরুটা ভালো করেও নিচের সারির ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হচ্ছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। রিয়াদ হোসেন এবং শংকর পালের ভেলকির সামনে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেট আসরে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে মঙ্গলবার প্রথম দিনের শেষে ব্লাড মাউথ ক্লাব নয় উইকেট হারিয়ে ২৪৯ রান করে। সময় ১৫৪ রান ২ উইকেট হারিয়ে বড় স্কোর গড়ার দিকে এগোচ্ছিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। কিন্তু শেষের দিকের ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় এখন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। দলীয় ৩২ রানের মধ্যে ব্লাড মাউথ হারিয়েছিল ওপেনার সেন্টু সরকার এবং মারকুটে ব্যাটসম্যান উদিয়ান বসুকে। ওই অবস্থায় বিক্রম কুমার দাস এর সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছেন রিমন সাহা। ওই জুটি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রিমন থেকে বিক্রম ছিলেন কিছুটা মারমুখি। দ্বিতীয় উইকেটে দুজন ১২০ রান যোগ করেন। দুরন্ত ব্যাট করলেও দুর্ভাগ্য বিক্রম এবং রিমনের। বিক্রম তিন রানের জন্য শতরান থেকে এবং রিমন পাঁচ রানের জন্য অর্ধশতরান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

বিক্রম ১৩৭ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৭ রানে এবং রিমন ১৩৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৪৫ রানে আউট হয়েছেন। এর পর দলের নিচে সারির ব্যাটসম্যানরা বড় স্কোর গড়তে পারেননি। দলের পক্ষে সন্দীপ সরকার ৩০ বল খেলে তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, আনন্দ ভৌমিক কুড়ি বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪, সৌরভ দাস ২৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৪ এবং অমিত আলী ৩৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে রিয়াদ হোসেন কুড়ি রানে এবং শংকর পাল ৮৬ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করেন।

বিলোনিয়া আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটের ফাইনালে ঈশান চন্দ্র নগর স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রায় অন্তিম পর্যায়ে। টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সোমবার অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচটি। আর তাতে উত্তর বিলোনিয়া মাঠে ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র নিতে মুখোমুখি হয় ঈশান চন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। ডু অর ডাই ম্যাচে এদিন শেষ পর্যন্ত বাজিমাত দেখিয়ে প্রথম দল হিসাবে ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নেয় ঈশান চন্দ্রনগর। ম্যাচে ঈশান চন্দ্রনগর ৫ উইকেটে পরাজিত করে বিদ্যাপীঠ।

সীমিত ওভারের লড়াইয়ে এদিন সকালে জয়ী দল টসে জিতে প্রতিপক্ষদের সহজেই থামিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। ফলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে বিদ্যাপীঠ স্কুলের ক্রিকেটাররা ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাতজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে সংগ্রহ করে ১১০ রান। তাদের সংগ্রহীত এই রানের মধ্যে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩৩ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। ইনিংসে বিদ্যাপীঠের ওপেনিং ব্যাটসম্যান দীপ্তনু পাল সর্বোচ্চ ২৯ রান করে। এছাড়া কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করে দীপরাজ দাস (১১) ও রূপক ভৌমিক (১৬)। দুই দলের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক দুটি করে উইকেট নেয় সাগর তাঁতি ও শুভজিৎ রায়। জবাবে জয়ের জন্য ১১১ রানের টার্গেট নিয়ে ঈশান চন্দ্রনগর ভেট করতে নেমে ১৮.১ ওভারে পাঁচ জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১১৩ রান তুলে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয়। সাগর তাঁতির অপরাজিত ৩২ রানের সাহায্যেই কার্যত সহজ জয় পেল ঈশান চন্দ্রনগর। এছাড়াও ব্যাট হাতে নিয়ে রান পেল সুমন মজুমদার (১১), পলাশ সাহা (১৬), কিশান দাস (১৫)ও সুমন মুন্ডা (১৩)। বিদ্যাপীঠের বোলারদের মধ্যে একটি করে উইকেট নেয় দেবজিৎ ভৌমিক, রূপক ভৌমিক, শুভ দত্ত ও দীপ্তনু পাল। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৯ মে। টুর্নামেন্টের ফাইনাল আগামী ৩১ শে মে।

দলের কথা না ভেবে শুধু নিজের কথা ভাবে রাহানে! কেকেআর অধিনায়ককে তুলোধনা সহবাগের

রবিবার আইপিএলে শেষ ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে ১১০ রানে হেরেছে কলকাতা। অষ্টম স্থানে শেষ করে আইপিএল থেকে বিদায় নিয়েছে তারা। ম্যাচের পরেই কেকেআরের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের দিকে আঙুল তুললেন বীরেন্দ্র সহবাগ। জানালেন, দলের থেকে রাহানে নিজেকে এগিয়ে রেখেছিলেন বলেই এই অবস্থা হয়েছে। বুঝিয়ে দিলেন, কেকেআরের কথা না ভেবে শুধু নিজের কথা ভাবেন রাহানে।ম্যাচের পর সহবাগ এক ওয়েবসাইটে বলেছেন, "কোথাও তো এ রকম লেখা নেই যে দলের অধিনায়ককে প্রথম তিনেই ব্যাট করতে হবে। (ঋষভ) পন্থকে দেখুন। ও অনেক ম্যাচে সতীর্থদের এগিয়ে দিয়েছে। কারণ তারা ফর্মে ছিল। লখনউ চাইছিল সেটার সুবিধা নিতে।"সহবাগের সংযোজন, "কেকেআরেরও একই কাজ করা উচিত ছিল। এটা দল পরিচালন সমিতি এবং কোচিং স্টাফের দায়িত্ব। গুজরাতের বিরুদ্ধে চেন্নাই কী করল দেখুন। দরকারমতো শিবম দুবে এবং ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে উপরে তুলে আনল। আগের ম্যাচের ব্যাটিং কম্বিনেশন বদলে ফেলল।"সহবাগের কথা কিছুটা অংশে সত্যিই। পন্থ এমনিতে নামেন চার নম্বরে। তবে অনেক ম্যাচেই সতীর্থ ব্যাটারদের এগিয়ে দিয়েছেন। আয়ুষ বাদোনি, আব্দুল সামাদ, ডেভিড মিলারেরা নেমেছেন পন্থের আগে।তবে লখনউয়ের অধিনায়ককে সমালোচিতও হতে হয়েছে। এমনিতেই তাঁর ব্যাটে রান ছিল না। তাই অভিযোগ উঠেছিল, নিজেকে 'লুকিয়ে' রাখতেই ব্যাটিং অর্ডারে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন পন্থ।হায়দরাবাদের কাছে হারের পর দলের ব্যাটিং বিভাগকে দায়ী করেছিলেন রাহানে। তাঁর মতে, ব্যাটারেরা অহেতুক নিজেদের উপর চাপ নিয়েছেন। তাতে দলকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। রাহানে বলেন, "কয়েকটা মরসুম ভাল গেলে সকলের প্রত্যাশা বেড়ে যায়। তখন অনেকে নিজের উপর অহেতুক চাপ নিয়ে ফেলে। প্রত্যেকেরই এই সমস্যা হয়। আমাদের দলের ব্যাটারেরা ভাল ফর্মে ছিল।

গত বার খুব ভাল খেলেছে। এ বার ওরা নিজেরাই নিজেদের উপর চাপ বাড়িয়ে ফেলেছে। তাই পারফরম্যান্স খারাপ হয়েছে।" অবশ্য রাহানে নিশ্চিত, পরের মরসুমে আবার ভাল ভাবে ফিরবেন রিঙ্কু সিংহ, রমনদীপ সিংহেরা।ব্যাটারদের দায়ী করলেও বোলারদের উপর দোষ চাপাননি রাহানে। উল্টে সকলের প্রশংসা করেছেন তিনি। রাহানে বলেন, "হর্ষিত জাতীয় দল ও আমাদের হয়ে ভাল খেলেছে। বরুণ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খুব ভাল খেলেছে। সেই কারণে হয়তো এ বার ও একটু ক্লান্ত ছিল। কিন্তু হর্ষিত, বরুণ, সুনীল, বৈভবদের পরিকল্পনা নির্দিষ্ট ছিল। সেই অনুযায়ী ওরা বল করার চেষ্টা করেছে।" এ বারের আইপিএলে বেগনি টুপির তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছেন বরুণ। সপ্তম স্থানে বৈভব। দু'জনেই ১৭টা করে উইকেটে নিয়েছেন। হর্ষিত নিয়েছেন ১৫টা উইকেট।

মাথা গরম 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর! দলের দুই বোলারকে বলই দিলেন না ধোনি

এ বারের আইপিএল জয় দিয়ে শেষ করেছে চেন্নাই সুপার কিংস। হারিয়ে দিয়েছে প্লে-অফে জায়গা পাকা করে ফেলা গুজরাত টাইটান্সকে। কিন্তু রবিবার সেই ম্যাচে মাথা গরম করতে দেখা গিয়েছে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে।ক্রিকেটবিশ্বে 'ক্যাপ্টেন কুল' নামে পরিচিত ধোনি। যে কোনও পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন বলেই এমন নামে ডাকা হয় তাঁকে। ধোনির দল রবিবার ৮৩ রানে জিতেছে গুজরাতের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেই মাথা গরম করেছেন অধিনায়ক ধোনি। গুজরাত ব্যাট করার সময় ঘটনাটি ঘটে। দশম ওভারে বল করছিলেন শিবম দুবে। তিনি ১৮ রান দেন ওই ওভারে। গুজরাতের সাই সুদর্শন এবং শাহরুখ খান মিলে ইনিংস গড়ার কাজ করছিলেন। সেই সময় ধোনি ফিল্ডারদের উপর রেগে গিয়েছিলেন। তিনি যে জায়গায় দাঁড়াতে বলছিলেন, সেই জায়গায় ফিল্ডারেরা দাঁড়াননি। সেই কারণে রেগে গিয়েছিলেন ধোনি। মাথিসা পাথিরানা এবং শিবমের উপরেও রেগে গিয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই তাঁদের বাদ দিয়ে রবীন্দ্র জাডেজার হাতে বল তুলে দিয়েছিলেন।জাডেজা আউট করেন শাহরুখকে। সুদর্শনকেও আউট করেন তিনি। শাহরুখ ক্যাচ দেন শর্ট থার্ড ম্যানে পাথিরানার হাতে। সুদর্শন ক্যাচ দেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে দাঁড়ানো শিবমের হাতে। সতীর্থদের উপর মাথা গরম করলেও ধোনি সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেননি।৪৩ বছর বয়সেও আইপিএল খেলে যাচ্ছেন ধোনি। পরের আইপিএল খেলবেন কি না তা স্পষ্ট করে না জানাননি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে ধোনি বলেন, "আমি বলছি না যে আমার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

উদয়পুরে রাজ্যভিত্তিক জুনিয়র কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ২০ বছর বালক ও বালিকা বিভাগের রাজ্যভিত্তিক জুনিয়র কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ মাতাবাড়িতে শুরু হয় মঙ্গলবার। তিন দিনব্যাপী এই আসরের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শিল্পী দাস, ত্রিপুরা অলম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা সহ প্রমূখ। এদিন ত্রিপুরার ৮ জেলা থেকে কাবাডি খেলায় অংশ নেন বালক ও বালিকা বিভাগ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী রায় বলেন ,গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমা এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে মাতাবাড়ি প্রাঙ্গনে। তিনি বলেন , ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আরো কয়েকটি দেশে প্রচলন ছিল এই খেলা। বিশেষ করে বাংলাদেশ এই খেলার প্রচলন সব্যথেকে বেশি।বর্তমানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই কাবাডি খেলা শুরু হয়েছিল জাঁকজমকপূর্ণভাবে। বাংলাদেশ এই খেলা জাতীয় খেলা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।সেই সাথে পশ্চিমবঙ্গে এই খেলার প্রচলন সব থেকে বেশি রয়েছে।পরে সকল অতিথিরা আট জেলা থেকে আসা সমস্ত খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হয়েছেন।একই সাথে এদিন সকল অতিথিরা খেলাটি উপভোগ করেন। প্রথম দিনের উদ্বোধনী ম্যাচে পশ্চিম জেলা বনাম দক্ষিণ ত্রিপুরার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় কাবাডি প্রতিযোগিতা। গোটা খেলাকে কেন্দ্র করে মাতাবাড়ি এলাকায় দর্শকদের উপস্থিতি ছিল সাড়া জাগানো।

গোটা দল আউট ২ রানে, হার ৪২৪ রানে! ভাঙল ২০০ বছরের পুরনো রেকর্ড

ক্রিকেট মহান অনিশ্চয়তার খেলা ঠিকই। তবে একটি দল অল আউট হয়ে গিয়েছে মাত্র ২ রানে, এমন ঘটনার কথা খুব একটা শোনা যায় না। এটাই হয়েছে মিডলসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট লিগে। ৪২৬ রান তাড়া করতে নেমে একটি দল আউট হয়ে গিয়েছে ২ রানে। হেরেছে ৪২৪ রানে।গত ২৪ মে নর্থ লন্ডন সিসি এবং রিচমন্ড সিসি-র মধ্যে ম্যাচে এই ঘটনা ঘটেছে। মিডলসেক্স কাউন্টি লিগ আদতে একটি তৃতীয় সারির ক্রিকেট লিগ। সেই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৪৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৪২৬ রান তোলে নর্থ লন্ডন সিসি। সেই দলের ড্যান সিমন্স ১৪০ রান করেন।মাথায় পাহাড়প্রমাণ রানের বোঝা থাকলেও এ ভাবে যে রিচমন্ড আত্মসমর্পণ করবে তা ভাবা যায়নি। তাদের ইনিংস শেষ যায় মাত্র ৩৪ বলে। দলের আট ব্যাটার কোনও রান করতে পারেননি। দু'জন এক রান করে করেন। মোট ৫.৪ ওভার খেলেছে রিচমন্ড। ২ রানের বেশি তুলতে পারেনি।২০০ বছর পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে রিচমন্ড। এর আগে এক দিনের ক্রিকেটে সর্বনিম্ন রান ছিল 'দ্য বিস' দলের। ১৮১০ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে মাত্র ৬ রানে আউট হয়ে গিয়েছিল তারা। এর পর ১৮৭৭ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১২ রানে অল আউট হয়ে যায় মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে।এক দিনের আন্তর্জাতিকে সবচেয়ে কম রানে আউট হওয়ার নজির রয়েছে জিম্বাবোয়ের। তারা ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এই লজ্জার নজির গড়েছিল তারা।

জে সি লীগ ক্রিকেটে সংহতির বিরুদ্ধে চাপে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস - ৯৭/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শেষ বলে উইকেট হারিয়ে চাপে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। তবে দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন অঙ্কিত প্রতাপ সিং। প্রথম দিনের শেষে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে মাঠ ছাড়লেন ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ক্রিকেটাররা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেট আসরে। এম বি বি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার দিনের বেশিরভাগ সময়ই খেলা হয়নি। সোমবার রাতে মুষলধারে বৃষ্টির ফলে মাঠের আউটফিল্ড ভিজে যায়। ফলে খেলা শুরু হয় চা বিরতির পর। এবং সারাদিনে মাত্র ৩১.২ ওভার খেলা হয়। আর ওই ৩১ ওভারেই কোণঠাসা ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। টসে জয়লাভ করে সংহতি ক্লাব প্রথমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। দল প্রথম দিনের শেষে ৩১.২ ওভার ব্যাট করে চার উইকেট হারিয়ে ৯৭ রান করতে সক্ষম হয়। এক সময় ৩২ রানে তিন উইকেট হারিয়ে খাদের কিনারায় ছিল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। ওই অবস্থায় বাবুল দে-র সঙ্গে রুখে দাঁড়ান অঙ্কিত প্রতাপ সিং। ঠান্ডা মাথায় দুজন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন দলকে। কিন্তু দিনের শেষ বলে রান আউট হয়ে বাবুল দে প্যাভিলিয়নে ফিরতেই কালো মেঘে ঢেকে যায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের শিবির। বাবুল ৮৩ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ রান করেন। অঙ্কিত ৭১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি আবার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ রানে অপরাজিত রয়েছেন। সংহতি ক্লাবের পক্ষে দুর্লভ রায় ২৮ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। বুধবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস মূলত তাকিয়ে থাকবেন অঙ্কিতের দিকে। অঙ্কিত যদি লম্বা ইনিংস খেলতে পারেন তাহলেই ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস বড় স্কোর করতে পারবে। নতুবা চাপে থেকে যাবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস।

পুরীতে কী ভাবে ফেরি দুর্ঘটনা ঘটল, কলকাতায় ফিরে জানালেন স্নেহাশিস

পুরীতে গিয়ে ফেরি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। ঠিক কী ঘটেছিল, কলকাতায় ফিরে জানিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা এবং সিএবি-র বর্তমান সভাপতি।স্নেহাশিস বলেন, "আমি প্রতি বছর পুরী যাই। এটা গত ৩১ বছর ধরে চলছে। জগন্নাথের মন্দিরে পুজো দিই।" স্নেহাশিসের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী অর্পিতাও। সিএবি সভাপতি বলেন, "শনিবার আমরা হঠাৎ ঠিক করি সমুদ্রে যাব। কেন এরকম সিদ্ধান্ত নিলাম জানি না। একেবারে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা।"কী হয়েছিল জানিয়ে স্নেহাশিস বলেন, "বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা একটা বোটে উঠি। আমাদের সঙ্গে আরও এক দম্পতি ছিলেন। বোটে আমাদের সঙ্গে লাইফগার্ড ছিল। হঠাৎ একটা বড় ঢেউ বোটের উপর আছড়ে পড়ে। বোটটা সঙ্গে সঙ্গে পুরো উল্টে যায়। আমরা সমুদ্রে পড়ে যাই। জলের তলায় বোটের নীচে চাপা পড়ে যাই। তখনও বুঝতে পারিনি কী হয়েছে। এই সময় আর একটা ঢেউ আসে। তার ফলে বোটটা আমাদের উপর থেকে সরে যায়। এটাই আমাদের বাঁচার সুযোগ করে দেয়। ততক্ষণে আরও কয়েক জন লাইফগার্ড চলে আসেন। তাঁরাই আমাদের উদ্ধার করেন। জগন্নাথকে ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে আমাদের পুনর্জন্ম হল।"দুর্ঘটনার জন্য ফেরি পরিষেবাকেই দায়ী করেছেন অর্পিতা। তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেন, "সমুদ্র উত্তাল ছিল। ফেরিতে ১০ জন লোক বসতে পারে। কিন্তু টাকার লোভে ওরা তিন-চার জনের বেশি চাপাচ্ছিল না। আমাদের ফেরিই শেষ ফেরি ছিল। আগেই আমরা ওদের প্রশ্ন করেছিলাম, এই পরিস্থিতিতে সমুদ্র যাওয়া নিরাপদ হবে কি না। ওরা বলেছিল, কোনও সমস্যা হবে না।"অর্পিতা জানিয়েছেন, সমুদ্রে যাওয়ার পরেই ঢেউয়ের ধাক্কায় ফেরি উল্টে যায়। তিনি বলেন, "যদি লাইফগার্ডেরা না আসত তা হলে আমরা বাঁচতাম না। এখনও আতঙ্ক কাটছে না। আমার জীবনে এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি। ফেরিতে আরও বেশি লোক থাকলে এই দুর্ঘটনা হত না।"পুরীর সমুদ্রে এই ধরনের জলক্রীড়া বন্ধ করার দাবি তুলেছেন অর্পিতা। তদন্তের দাবিও তুলেছেন স্নেহাশিসের স্ত্রী। তিনি বলেন, "পুরীর সমুদ্র খুব উত্তাল। এখানে এই ধরনের জলক্রীড়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কলকাতায় গিয়ে পুলিশ সুপার ও মুখ্যমন্ত্রীকে আমি চিঠি লিখব। ওঁদের অনুরোধ করব, পুরীর সমুদ্রে জলক্রীড়া বন্ধ করে দেওয়ার জন্য।"

গ্র্যান্ড স্ল্যামে টানা ১৫ ম্যাচে জয়, স্ট্রেট সেটে জিতে ফরাসি ওপেন শুরু করলেন সিনার

এই বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন ইয়ানিক সিনার। গত বছর জিতেছিলেন ইউএস ওপেন। এ বার ফরাসি ওপেনেও জয় দিয়ে শুরু করলেন এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা। স্ট্রেট সেটে জিতলেন তিনি।সোমবার রাতে সিনার খেলতে নেমেছিলেন ফ্রান্সের আর্থার রিন্ডারনেকের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে ইটালির টেনিস তারকা জিতলেন ৬-৪, ৬-৩, ৭-৫ গেমে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পর সোজা ফরাসি ওপেন খেলতে নামতে হয় সিনারকে। মাঝে তিন মাস নির্বাসিত ছিলেন তিনি। ২৩ বছরের সিনার ইতিমধ্যেই তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। দু'বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং এক বার ইউএস ওপেন জিতেছেন তিনি। অর্থাৎ, সিনার এখনও পর্যন্ত হার্ড কোর্টে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। গত বছর ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেও হারতে হয়েছিল তাঁকে। কার্লোস আলকারাজের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন সিনার।দ্বিতীয় রাউন্ডে সিনার খেলবেন আরও এক ফরাসি টেনিস খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। রিচার্ড গ্যাসকেট এখন বিশ্ব ক্রমতালিকায় ১৬০ নম্বরে। এক সময় সপ্তম স্থানে ছিলেন তিনি। কিন্তু ৩৮ বছরের গ্যাসকেট নিজের সেরা সময় ফেলে এসেছেন। ফরাসি ওপেনে দ্বিতীয় ম্যাচেও অবশ্যই বেশির ভাগ দর্শক সিনারের বিপক্ষে থাকবেন। সেটা তিনি নিজেও জানেন। তাই প্রথম রাউন্ডে জিতে হাসতে হাসতে বলেন, "আমি জানি আপনারা ওকে সমর্থন করবেন। ঠিক আছে।"

পঞ্জাবের সাফল্যের রহস্য ফাঁস করলেন অধিনায়ক শ্রেয়স, কৃতিত্ব দিলেন পন্টিংকেও

এ বারের আইপিএলে পঞ্জাব কিংস লিগ তালিকায় প্রথম দুইয়ে জায়গা পাকা করে ফেলেছে। অন্যতম সফল দল তারা। ১১ বছরে প্রথম বার লিগে প্রথম দুইয়ে শেষ করবে পঞ্জাব। কী ভাবে এল এই সাফল্য ? ফাঁস করলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার।সোমবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৭ উইকেট জিতে নেয় পঞ্জাব কিংস। সেই জয়ের পর শ্রেয়স বলেন, "দলের সকলে সঠিক সময়ে নিজেদের কাজটা করেছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে আমাদের জিততে হবে। এই মানসিকতা নিয়েই খেলছে গোটা দল। সকলকে কৃতিত্ব দিতে হবে। রিকি পন্টিং দুর্দান্ত। সকলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। বাকি প্রতিযোগিতাও এই ভাবে খেলে যেতে চাই।"দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলার সময় কোচ পন্টিং এবং অধিনায়ক শ্রেয়সের সম্পর্ক তৈরি হয়। পঞ্জাবে এসে সেই জুটি আবার তৈরি হয়। মাঝে শ্রেয়স চলে গিয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে। সেই দলকে আইপিএলও জিতিয়েছিলেন শ্রেয়স। কিন্তু তাঁকে আর রাখেনি কেকেআর। শ্রেয়স বলেন, "পন্টিং মাঠে আমাকে নিজের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দেয়। যেটা আমার ভাল লাগে। আমাদের দলকে এইগুলো সাহায্য করেছে। সব কিছু একদম সঠিক পথে চলছে।" পঞ্জাব কিংস কোয়ালিফায়ার ১ খেলবে। সেই ম্যাচে তারা গুজরাত টাইটান্স বা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মধ্যে একটি দলের বিরুদ্ধে খেলবে।

১০ উইকেটে জিতে শীর্ষে গুজরাত, সঙ্গে আরও দুই দলকে প্লে-অফে তুললেন শুভমনেরা

এক ম্যাচে প্লে-অফ পাকা হয়ে গেল তিন দলের। আইপিএলের প্রথম দল হিসাবে প্লে-অফে উঠেছে গুজরাত টাইটান্স। তাদের জয়ের ফলে প্লে-অফ পাকা হয়েছে আরও দু'টি দলের। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পঞ্জাব কিংসও উঠে গিয়েছে প্লে-অফে।দিল্লিকে হারানোর পরে ১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট গুজরাতের। তাদের নেট রানরেট ০.৭৯৫। যা পরিস্থিতি তাতে শুধু প্লে-অফ নয়, প্রথম দুই দলের মধ্যে থাকার সবচেয়ে ভাল সুযোগ রয়েছে গুজরাতের। তাদের আরও দু'টি ম্যাচ বাকি।দ্বিতীয় স্থানে থাকা বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট ১২ ম্যাচে ১৭। তৃতীয় স্থানে থাকা পঞ্জাবের পয়েন্টও ১২ ম্যাচে ১৭। বিরাট কোহলিদের নেট রানরেট (০.৪৮২) বেশি শ্রেয়স আয়ারদের (০.৩৮৯) থেকে। গুজরাত-দিল্লি ম্যাচের আগে পর্যন্ত এই দুই দলের প্লে-অফ নিশ্চিত ছিল না। কিন্তু এই ম্যাচের পর তারাও প্লে-অফে উঠেছে।অর্থাৎ, প্লে-অফের বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াই তিন দলের। মুম্বইয়ের পয়েন্ট ১২ ম্যাচে ১৪। হার্দিক পাণ্ড্যদের নেট রানরেট সবচেয়ে বেশি (১.১৫৬)। দিল্লির পয়েন্ট ১২ ম্যাচে ১৩। নেট রানরেট (০.২৬০)। লখনউ সুপার জায়ান্টসের পয়েন্ট ১১ ম্যাচে ১০। তাদের নেট রানরেট এই তিন দলের মধ্যে সবচেয়ে কম (-০.৪৬৯)। এই তিন দলের মধ্যে একটি প্লে-অফে উঠবে। যা পরিস্থিতি তাতে সুযোগ বেশি মুম্বইয়ের।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ মে : ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বৈঠকে দলের বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় এবং ত্রিপুরার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাছাড়া, দলকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি রাজ্যের মানুষের স্বার্থে কাজ করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ চাঞ্চল্য কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ মেঃ কৈলাসহর পশ্চিম গোবিন্দপুর এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, মঙ্গলবার গভীর রাতে কতিপয় দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ী অনির্বাণ অধিকারীর বাড়িতে ইট-পাটকেল ছোড়ে এবং তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরেই কিছু দুস্কৃতী তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে আসছিল।

পরিবারের সদস্যরা জানান, ব্যবসার উপর নির্ভর করেই তাঁদের সংসার চলে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি অনির্বাণ অধিকারীকে কেন ব্যবসা বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না। ঘটনায় আতঙ্কিত পরিবার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা চেয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

অনির্বাণ অধিকারী দাবি করেছেন, হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের তিনি চিনতে পেরেছেন। তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, যাতে তাঁরা নির্ভয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারেন, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য আরক্ষা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

ইন্দ্রধনুস প্রকল্পে গতি আনতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, শীঘ্রই শুরু হতে পারে গ্যাস পাইপলাইন সম্প্রসারণের কাজ

আগরতলা, ২৭মে : গোটা ত্রিপুরা জুড়ে 'ইন্দ্রধনুস' প্রকল্পের আওতায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের কাজ জোরকদমে এগোলেও, দীর্ঘদিন ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত ১৮ মুড়া পাহাড়ের শ্রীরামখরা এলাকায় পাইপলাইন সম্প্রসারণের কাজ নানা জটিলতায় আটকে ছিল। অবশেষে সেই অচলাবস্থা কাটাতে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। মূলত গ্যাস পাইপলাইন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রশাসনিক ও স্থানীয় সমস্যার কারণে কাজ ব্যাহত হচ্ছিল, সেগুলির দ্রুত সমাধানের পথ খুঁজতেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

সূত্রের খবর, ইন্দ্রধনুস প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেও গ্যাস পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু শ্রীরামখরা এলাকায় জমি সংক্রান্ত জটিলতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং স্থানীয় কিছু সমস্যার কারণে প্রকল্পের কাজ দীর্ঘদিন ধরে থমকে ছিল। ফলে এলাকাবাসীর মধ্যেও ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি হয়েছিল।বৈঠকে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা স্পষ্ট বার্তা দেন, জনস্বার্থে নেওয়া উন্নয়নমূলক কাজ কোনওভাবেই দীর্ঘদিন আটকে রাখা যাবে না। তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুততার সঙ্গে সমস্যাগুলির বাস্তবসম্মত সমাধান বের করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, উন্নয়নের কাজে যাতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং প্রশাসনের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সমন্বয় বজায় থাকে, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পাইপলাইন সম্প্রসারণের কাজে যে বাধাগুলি রয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করে ধাপে ধাপে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে কাজের গতি ত্বরান্বিত করার বিষয়েও বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "উন্নয়নের কাজ মানুষের জন্য। কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে আলোচনার মাধ্যমেই তার সমাধান করা হবে। খুব দ্রুত সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে গ্যাস পাইপলাইন সম্প্রসারণের কাজ পুনরায় গতি পাবে বলে আমরা আশাবাদী।"

প্রশাসনের এই উদ্যোগে এলাকাবাসীর মধ্যেও নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। বহু প্রতীক্ষিত গ্যাস পরিষেবা কবে বাস্তবে পৌঁছাবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন ১৮ মুড়া পাহাড় এলাকার মানুষ।

রাজবাড়ি থেকে ব্রিজ এলাকা কার্যত 'মৃত্যুফাঁদ', দ্রুত সংস্কারের দাবিতে ফুঁসছে শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ মে:উত্তর জেলার ধর্মনগর শহরের অধিকাংশ রাস্তাঘাট বর্তমানে চরম বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। খানাখন্দে ভরা রাস্তা, বড় বড় গর্ত এবং সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়া সড়ক মিলিয়ে শহরবাসীর নিত্যদিনের যাতায়াত এখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ।

বিশেষ করে রাজবাড়ি ভি মার্ট শপিং মল থেকে রাজবাড়ি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, গোটা এলাকা এখন কার্যত "মৃত্যুফাঁদে" পরিণত হয়েছে। বৃষ্টির জলে রাস্তার গর্ত ঢেকে থাকায় কোথায় কত বড় খাদ রয়েছে তা বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ছে। ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়েই চলাচল করতে হচ্ছে পথচলতি মানুষকে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রায় প্রতিদিনই ই-রিকশা উল্টে যাওয়া, মোটরবাইক পিছলে পড়া এবং ছোটখাটো দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। ই-রিকশা চালক, গাড়িচালক থেকে সাধারণ পথচারী, সকলেই এই ভাঙাচোরা রাস্তার দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। দিনের বেলায় যেখানে চলাচলই কঠিন হয়ে উঠেছে, সেখানে রাতের অন্ধকারে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। সামান্য অসাবধানতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা কিংবা প্রাণহানির আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেউই।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এই করুণ অবস্থা চললেও প্রশাসনের তরফে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। উন্নয়নের নামে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে ধর্মনগরবাসীকে ভাঙা রাস্তার দুর্ভোগই বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। শহরের একাধিক এলাকায় রাস্তার বেহাল দশা এখন জনদুর্ভোগকে চরমে পৌঁছে দিয়েছে।

শুধু সাধারণ মানুষের যাতায়াত নয়, এর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ব্যবসা-বাণিজ্যেও। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, রাস্তার দুরবস্থার কারণে অনেক ক্রেতাই শহরমুখী হতে চাইছেন না। ফলে ক্ষতির মুখে পড়ছেন ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা।

এদিকে শহরবাসীর প্রশ্ন, প্রশাসনের এই নীরবতা ও উদাসীনতার কারণ কী? কেন দ্রুত রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না? সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে নাগরিক পরিষেবার এই করুণ চিত্র প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করেছে। ধর্মনগরবাসীর একটাই দাবি, অবিলম্বে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শহরের বেহাল রাস্তাগুলির সংস্কার কাজ শুরু করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা বা প্রাণহানির সম্পূর্ণ দায় প্রশাসনকেই বহন করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ নাগরিকরা।

কমলপুরে পুলিশের জালে গাঁজা পাচারচক্র, ৮৫ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা সহ আটক একটি গরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৭ মেঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য পেল কমলপুর থানার পুলিশ। অভিযান চালিয়ে ৮৫ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি গাঁজা পাচারের অভিযোগে একটি মহিন্দ্রা গাড়ি সহ এক চালককে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, টি আর ০১- এইচ - ৩৯২৭ নম্বরের একটি মহিন্দ্রা প্রাইভেট গাড়ি খোয়াই দিক থেকে কমলপুরের দিকে আসছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কমলপুর মহকুমার শ্রীরামপুর নাকা পয়েন্টে বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযান চলাকালীন গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে ১৫২টি প্যাকেটের মধ্যে মোট ৮৫ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও গাড়ির ভিতর থেকে আসামের একই নম্বরের আরও দুটি নম্বর প্লেট উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ গাড়ি সহ চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে কমলপুর থানার পুলিশ। এ বিষয়ে কমলপুর থানার এসআই দেবব্রত দত্ত জানান, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

কৈলাসহর আকাশবাণী কেন্দ্রের বেহাল দশা নিয়ে সরব বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ মেঃ কৈলাসহর আকাশবাণী কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা নিয়ে এবার সরব হলেন এলাকার বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা।

তিনি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে অবিলম্বে সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

বিধায়ক বীরজিৎ সিনহার অভিযোগ, একসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী কৈলাসহর আকাশবাণী কেন্দ্র বর্তমানে আগের মতো সক্রিয় ও সচ্ছল নেই। কেন্দ্রের পরিষেবা ও সামগ্রিক পরিচালনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পাশাপাশি অফিস ইনচার্জের ভূমিকা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠছে বলে দাবি করেন তিনি।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, আকাশবাণী কেন্দ্রটি এলাকার সাংস্কৃতিক ও তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার কারণে কেন্দ্রটির কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ।

বিধায়ক কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে সমস্ত সমস্যা সমাধান এবং কৈলাসহর আকাশবাণী কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গভাবে সচল করার দাবি জানিয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আলোচনা শুরু হয়েছে।

গরু কোরবানিতে কড়াকড়ি, চাঁন্দখিরা হাটে ছাগলের বাজারে তেজিভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথারকান্দি, ২৭ মেঃ কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে পাথারকান্দির চাঁন্দখিরা সাপ্তাহিক হাটে ছাগলের বাজারে ব্যাপক তেজিভাব লক্ষ্য করা গেছে। গরু কোরবানিতে প্রশাসনিক কড়াকড়ি থাকায় এবার বিকল্প হিসেবে ছাগল, পাঠা ও ভেড়া কোরবানির দিকে ঝুঁকছেন বৃহত্তর মুসলিম সমাজের একাংশ। ফলে ঈদের আগের দিন বুধবার সকাল থেকেই হাটে ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়ে।

জানা গেছে, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও পার্শবর্তী এলাকা থেকে বহু মানুষ কোরবানির জন্য পছন্দের ছাগল কিনতে চাঁন্দখিরা হাটে ভিড় জমান। এই বাড়তি চাহিদার সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ছাগল, পাঠা ও খাসির দাম দ্বিগুণ করে হাঁকছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ক্রেতাদের দাবি, গত বছর যে ছাগল ১০ থেকে ১২ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল, এবার সেই একই ধরনের ছাগলের দাম ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। পাশাপাশি খাসির মাংস কেজি প্রতি প্রায় ২ হাজার টাকা এবং পাঠা ও ভেড়ার মাংস কেজি প্রতি প্রায় দেড় হাজার টাকার কাছাকাছি বিক্রি হচ্ছে বলে জানা গেছে।

চড়া দাম নিয়েও ধর্মীয় রীতি পালনের জন্য অনেকেই বাধ্য হয়ে পশু কিনছেন বলে জানিয়েছেন ক্রেতারা। এদিন ভারী বৃষ্টিকেও উপেক্ষা করে বহু মানুষকে স্থানীয় বাজার থেকে কোরবানির পশু কিনতে দেখা যায়।

অন্যদিকে, বাড়তি দামে ছাগল বিক্রি করতে পেরে অনেক কৃষক ও ব্যবসায়ী সন্তোষ প্রকাশ করলেও, অতিরিক্ত দামের কারণে সাধারণ ক্রেতাদের একাংশ ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তিপ্রাল্যান্ড ইস্যুতে আইপিএফটির এমসিসি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৭ মে : পৃথক রাজ্য 'তিপ্রাল্যান্ড' গঠনের দাবিতে সুপারি বাগানস্থিত দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে আইপিএফটির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে এমসিসি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং, মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিন দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন আইপিএফটি সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং। পাশাপাশি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মন্ত্রী এনসি দেববর্মা-র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

পরবর্তীতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও কেন্দ্রীয় কমিটির একদিনব্যাপী এমসিসি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। বৈঠকে সাম্প্রতিক এডিসি নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি আইপিএফটির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এবং আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রী আরও বলেন, আইপিএফটির তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী দিনে রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। সেই সঙ্গে দলীয় বিভিন্ন বিষয় এবং ভবিষ্যৎ সাংগঠনিক রূপরেখা নিয়েও আলোচনা করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

খেলো ধর্মনগর ২০২৬-এর পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ মে: খেলো ধর্মনগর ২০২৬-এর বহুল প্রতীক্ষিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে বুধবার ধর্মনগর পুরপরিষদের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আগামী ৩০ মে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয় সাংবাদিকদের সামনে।

জানা যায়, চলতি বছরের মার্চ মাসেই এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। তবে ৫৬ ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের কারণে অনুষ্ঠানটি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় পুরপরিষদ। পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় আগামী ৩০ মে নতুন করে অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারম্যান মিতালী রানী দাস সেন, ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী সহ পুরপরিষদের একাধিক কাউন্সিলর। তারা জানান, খেলো ধর্মনগর ২০২৬-এ মোট ৪৩টি ইভেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ীদের জন্য মোট ৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।বিশেষভাবে জানানো হয়, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিজয়ীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পুরস্কারের অর্থ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পুরপরিষদের এই উদ্যোগকে ঘিরে খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আগরতলার রবীন্দ্র ভবনে 'কাব্যরাগ ১.০'-এর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩০ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মেঃ আগামী ৩০ মে আগরতলার রবীন্দ্র ভবনে এক বর্ণাঢ্য বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ইনসাইট লার্নিং। এই উপলক্ষে বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে 'কাব্যরাগ ১.০'-এর পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সপ্তদীপ ঘোষ বণিক-সহ অনুষ্ঠানের আয়োজকরা। এদিন তিনি জানান, আগামী ৩০ মে অনুষ্ঠিতব্য এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজ। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৃজন চ্যাটার্জী-সহ একাধিক অতিথি।

তিনি আরও জানান, অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা

গন্ডাছড়ায় লোকনাথ বাবার তিরোধান মহোৎসবকে ঘিরে উৎসবের আমেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৭ মেঃ গন্ডাছড়া মহকুমায় শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার ১৩৬তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ছয়দিনব্যাপী মহোৎসবকে ঘিরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার উৎসব উপলক্ষে মেলায় বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করার জন্য উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভিটির জায়গা বণ্টন করা হয়।

জানা গেছে, গন্ডাছড়া মহকুমার দুর্গাপুর সংলগ্ন হরিপুর এলাকার শ্রীশ্রী লোকনাথ সেবা আশ্রম কমিটির উদ্যোগে আগামী ১ জুন সোমবার থেকে আশ্রম প্রাঙ্গণে শুরু হবে এই ছয়দিনব্যাপী মহোৎসব। আগামী ৭ জুন রবিবার ভোর নাগাদ উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবারও বিপুল সংখ্যক ভক্তসমাগমের আশা করা হচ্ছে।

ঊনকোটি জেলার সীমান্ত এলাকায় জনসাধারণের চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ মে; ঊনকোটি জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জনগণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-এর ১৬৩ ধারায় কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞায় বলা হয়েছে ঊনকোটি জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০ মিটার এলাকায় রাত্র ৮টা থেকে পরেরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত কেউ চলাচল করতে পারবেনা। এই সময়ে উক্ত এলাকায় পাঁচজনের অধিক লোক জড়ো হতে পারবেন না।

তেমনি সেই এলাকায় কেউ লাঠি, তীর, ধনুক, ধারালো বাঁশ, সাইকেলের চেইন, গুলতি, লোহার রড, ছুরি, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ বহন করতে পারবেন না। জেলাশাসকের নিষেধাজ্ঞায় বলা হয়েছে পুলিশ, বিএসএফ, টিএসআর, আসাম রাইফেলস ও অন্যান্য আইন বলবৎকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবেনা। জেলা প্রশাসন, পুলিশ, বিএসএফ ও অন্যান্য আইন বলবৎকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপত্র প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবেনা।

গুরুতর অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে পরিবহণকারী ব্যক্তি বা তাদের জন্য নির্দিষ্ট ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ ক্রয় করতে যাওয়া ব্যক্তিরাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকবেন বলে জানিয়েছেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক। এই আদেশ অমান্যকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিএনএস ২০২৩-এর ২২৩ ধারায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই নিষেধাজ্ঞা ২২ মে, ২০২৬ থেকে ১৯ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

গৌরনগরে জলের তলায় প্রধান সড়ক, চরম দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ মেঃ ঊনকোটি জেলার গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় যুবরাজনগর থেকে শ্রীনাথপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াতের প্রধান সড়কটি বর্তমানে সম্পূর্ণ জলের তলায় চলে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার বেহাল অবস্থার বিষয়টি পঞ্চায়েত, পিডব্লিউডি দপ্তর, মহকুমা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হলেও সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান করা হয়নি। বর্ষা নামলেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী, অসুস্থ রোগী নিয়ে যাতায়াতকারী পরিবার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে বের হওয়া সাধারণ মানুষ। জলমগ্ন রাস্তার কারণে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের।

গ্রামবাসীদের দাবি, গত ২৫ বছরেও রাস্তার উন্নয়নে কার্যকর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

রাস্তার পাশে আহত অবস্থায় উদ্ধার পথচারী, হাসপাতালে ভর্তি

বিশালগড়, ২৭ মে : বিশালগড় ১ নং গেইট সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারীকে রাস্তার পাশে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা বিষয়টি নজরে আসতেই দ্রুত খবর দেন বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে।

খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং আহত ওই পথচারীকে উদ্ধার করেন। পরে দ্রুত তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য।

বর্তমানে আহত পথচারী বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে কী কারণে তিনি আহত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে ছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

সীমান্ত সন্ত্রাস ও চোরাচালান রুখতে বিএসএফ-পুলিশের যৌথ পরিদর্শন বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৭ মে: আজ ভারত বাংলা সীমান্ত পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে রয়েছে, সব কিছু ঠিক ঠাক চলছে কিনা তা চাক্ষুস দেখতে বিস নগর ব্লকের সীমান্ত অধ্যুসিত মুন্ডাবস্তি এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৪৩ নাম্বার ব্যাটেলিয়ন ও বিলোনিয়া পিএস যৌথভাবে সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে।

এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য কি এই সম্পর্কে বিলোনিয়া থানার ও সি সঞ্জিত সেন বলেন আমাদের যৌথ ভাবে অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো সীমান্ত সন্ত্রাস ও অবৈধ চোরাচালান বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তিনি বলেন আমাদের কাছে খবর রয়েছে এই সব অঞ্চলে চোরাচালান থেকে শুরু করে নানান অবৈধ কাজ ও মানব পাচারের মত কিছু ঘটনা ঘটেছে, আমাদের উদ্দেশ্য হলো এইসব অবৈধ কাজ গুলি প্রতিরোধ করা, সীমান্ত কে সুরক্ষা দেওয়া, আমাদের এই ধরনের যৌথ অভিযান চালু থাকবে জনগণের স্বার্থ সুরক্ষায়।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচারে মা ও গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ মে: চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরস্থিত কালিপুর এলাকার ২২ বৎসর বয়সী এক গর্ভবতী মহিলা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। মহিলাটি ৩৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, হঠাৎ অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। গত ১৯ মে, ২০২৬ রাত প্রায় ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ পরিবারের সদস্যরা তাকে সংকটজনক অবস্থায় ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে আসেন।জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন যে, সে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া উইথ এপিএইচ সমস্যায় ভুগছিলেন, অর্থাৎ প্লাসেন্টা জরায়ুর নিচের অংশে অবস্থান করার কারণে প্রসবের আগেই অতিরিক্ত রক্তপাত হচ্ছিল। এই অবস্থায় মা ও গর্ভস্থ শিশুর জীবনহানির আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি রোগিণীর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে রেফার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু পরিবারের পরিজনেরা গর্ভবতী মহিলাকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে এবং ঊনকোটি জেলা হাসপাতালেই গর্ভবতী মহিলার চিকিৎসা করার জন্য অনুরোধ জানান। সেই অনুযায়ী, ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুজিত দাস পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে জেলা হাসপাতালেই মহিলার অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন।

ডাঃ দাসের নেতৃত্বে একটি মেডিক্যাল টিম গত ২০ মে ২০২৬ ভোর ৩টা ১৫ মিনিট নাগাদ রোগিণীর প্লাসেন্টা জরায়ুর নিচের অংশে অবস্থান করার সত্ত্বেও লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করে শিশুর জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উক্ত গর্ভবতী মহিলা ২ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের এক সুস্থ কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। অস্ত্রোপচারের পর মা ও নবজাতককে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ধীরে ধীরে উভয়েরই শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং তারা সুস্থ হয়ে উঠেন। পরবর্তীতে গত ২৩ মে, ২০২৬ তাদের হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। বর্তমানে মা ও নবজাতক উভয়েই সুস্থ রয়েছেন। এই অস্ত্রোপচারে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুজিত দাসের সঙ্গে ছিলেন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ অমিত পাল। এছাড়াও নার্সিং অফিসার ছিলেন মুনদিপা দেববর্মা ও অপারেশন থিয়েটার টেকনিশিয়ান ছিলেন সুরঞ্জিত দাস। মা ও শিশু উভয়েই জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সুস্থ হয়ে উঠায় মহিলার পরিবারের পরিজনেরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas